১৯৫০

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৫০। ১লা মাঘ, ১৩৫৬। রবিবার।

কাল বিকেলে অজিতের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে নানেদের বাড়ি থেকে জঙ্গল বেড়িয়ে এলুম। শীত অনেক কম পড়েছে।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৫০। ২রা মাঘ, ১৩৫৬। সোমবার।

সকালে উঠে বাবলুকে নিয়ে জিপে উঠে মৌভাণ্ডার ও মুকুলের দোকান। বাবলু বলে—তাহলে তুমি হ' হ' করবে না। মাকে ভোরে বলচে—মা ওতো—চারতে বেজেচে।

বিকেলে আমি সেই শিমুলগাছের তলায় বেড়াতে গেলুম। হংসানন্দ স্বামীর সঙ্গে গল্প করি।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৫০।৩রা মাঘ, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

বাবলুর সঙ্গে গল্প করি। বিকেলে সেই তালগাছের ধারে যাই খালিপায়ে। ভগবানের নাম এখানে যেন বৃক্ষ লতা উচ্চারণ করে। বড় পুকুরে স্নান করি।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৫০। ৪ঠা মাঘ, ১৩৫৬। বুধবার।

ভোরে উঠে বেড়াতে যাই শালবনে, সেই পুরনো নদীর ধারে, যেখানে ঘাসে বসতুম। অদ্ভুত অনুভূতি। ফিরে এসে অনেক গল্প করি। বাবলুকে নিয়ে প্রমথ বিশীর বাড়ি যাই। গজেনবাবু এসেছে।

দিল্লির নিমন্ত্রণপত্র এল। নওঁগার নিমন্ত্রণ পত্রও।

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ৫ই মাঘ, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

এদিন সকালে নুটুরা চলে গেল মোটরভ্রমণে। বাবলুকে নিয়ে গজেনের বাড়িতে যাই। বিকেলে সুরেন রায়ের বাড়ি হয়ে নদীর ধারে সেই অপূর্ব স্থানটিতে বেড়াতে গেলুম। গজেন ওআমি।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ৬ই মাঘ, ১৩৫৬। শুক্রবার।

সকালে দ্বিজেনবাবুর বাড়ি বেড়িয়ে এলুম। তারপর ট্রেনে রওনা। বাবলু খুব দেখতে দেখতে এল। কানু মামার বাড়ি।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ৭ই মাঘ, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ দুপুরে দোকান। সেখান থেকে কালিদাস রায় ও মনোজের সঙ্গে মোটরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। সেখানে সজনী, সুশীল দে, অমল হোম, উপেন গাঙ্গুলী, তারাশঙ্কর, অনেকের সঙ্গে দেখা। একটি লোক 'আরণ্যক'-এর প্রশংসা করলে। সন্ধ্যায় ফিরে দেখি নীরোদবাবু, প্রমোদবাবু, সুবর্ণ দেবী বসে। আড্ডা।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ৮ই মাঘ, ১৩৫৬। রবিবার।

বাণী রায়ের বাড়ি সন্ধ্যায়। সকালে বাবলুকে দেখতে এলেন উপেন গাঙ্গুলী, মনোজ বসু। হরনাম সিং শেহরাই নামে পাঞ্জাবী সাহিত্যিক, আরো অনেকে। মনোজ গাড়ি পাঠিয়ে কল্যাণীকে বাড়ি নিয়ে গেল। সজনী এল দুপুরে। বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন নীরোদবাবুর বাড়ি। সেখান থেকে সভায় ঢাকুরিয়া মোটরে বাবলু ও কল্যাণী। সেখান থেকে নীরোদবাবুর বাড়ি ফিরে ভবানীপুর।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ৯ই মাঘ, ১৩৫৬। সোমবার।

কাল মোটরে সারাদিন চড়েচে বাবলু। আজ ওদের নিয়ে সকালে ননীমাধবের বাড়ি। সেখান থেকে অঞ্জলি দিতে যাই সুমথদের বাড়ি। প্রবোধ সান্ন্যাল ও আমি খুব কবিতা আবৃত্তি। বেলুড়ে গেলুম সভায় মোটরে। ফিরি রাত ৯টায়। বাবলুকে নিয়ে বসি রাস্তার ধারে মোটর দেখাতে।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ১০ই মাঘ, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

সকালে বাবলুকে নিয়ে ট্রামে চৌরঙ্গী। ফিরে শেয়ালদ' গেলুম নওগাঁ মিটিংয়ের লোকদের বারণ করে দিতে। কল্যাণীদের নিয়ে বারাকপুর এলুম। দিল্লি বা নওগাঁ যাওয়া হল না।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ১১ই মাঘ, ১৩৫৬। বুধবার।

আজ সকালে উঠে কলিকাতা গেলুম ভাত খেয়ে। গজেনদের দোকান থেকে টাকা নিলুম।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ১২ই মাঘ, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে মামার বাড়ি গেলুম বাবলুকে ও ওর মাকে নিয়ে। সেখানে সেজ মামী ও তার ছেলে এল। স্বাধীনতা উৎসব সভায় সভাপতিত্ব করি।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ১৩ই মাঘ, ১৩৫৬। শুক্রবার।

সকালে সজনীর বাড়ি ও বুদ্ধদেবের বাড়ি। সজনী বা বুদ্ধদেব কেউ ছিল না। বিকেলে বাবলুকে নিয়ে বাসে সদরবাজার। সে বলে—দোকান থেকে [বাক্যটি অসমাপ্ত]।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৫০ ১৪ই মাঘ, ১৩৫৬। শনিবার।

সকালে উঠে রওনা দেশে। রিক্সা আসতে বড় দেরি হল। সন্ধ্যায় দেরী হলে বাড়ি। জ্যোৎস্নারাত্রে বাঁশবনে বেড়াতে গেলুম।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৫০।১৫ই মাঘ, ১৩৫৬। রবিবার।

সকালে উঠে গোপালনগর বাজার করতে গেলুম। বিকেলে আবার হাট করতে গেলুম। অনেকদিন পরে এলুম। জিনিসপত্র কেনার হাঙ্গামা। বহুদিন পরে দেশে এসে বড় ভালো লাগে। অনেক গাছপালা কেটেচে। পাখি ডাকচে। বাঁশপাতার সুগন্ধ।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৫০।১৬ই মাঘ, ১৩৫৬। সোমবার।

আজও সকালে বসে গল্প করি। অনেকে দেখা করতে আসে।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৫০। ১৭ই মাঘ, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ সকালে গোপালনগর বাজার করতে গিয়ে সারান্ডা বনের গল্প করি Agricultural Officer-এর সঙ্গে। স্নান হল না। এসে ভাত খেলুম। ওই পাশের ঘরে। বাবাঠাকুর পূজা ও৺পঞ্চানন্দ ঠাকুর পূজা। ছেলেবেলায় সেই কত আমোদের দিন। দেখতে গেলুম পুজো। হরিপদদা ডাকলে, রেডিও শুনলুম। সুন্দর বিকেলটি। বাবলুকে নিয়ে বাঁশবনের দিকে বেড়াতে গেলুম। জ্যোৎস্নারাত্রিটি অপূর্ব। কালীমণ্ডপের পূজা। হরিপদদার সঙ্গে গজেনের ঝগড়া। সেদিন শ্যামাচরণদাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেওয়ার জন্যে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত খুড়ো, শরৎকালীদাদা, ও তাঁর স্ত্রী গল্প করলেন। বাবলু ঘুমুচ্ছে। বাবলু উঠল, ওর মা অঞ্জলি দেখতে গেল, বাবলুকে নিয়ে আমি গেলুম ঠাকুর দেখাতে।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১৮ই মাঘ, ১৩৫৬। বুধবার।

সকালবেলা গোপালনগর গেলুম জিনিসপত্র কিনে আনতে। বাবলুর শরীর ভালো না। সকালবেলা যাওয়া হবে কিনা সেকথা হল।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১৯শে মাঘ, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

না খেয়ে স্কুল। অনেকদিন পরে সুধীরদার বাড়ি চা খেয়ে হাট করে ফিরতে সন্ধা। বাবলু খুব আমার নাম করেছে।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২০শে মাঘ, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজও না নেয়ে স্কুল। স্কুল করে জিনিসপত্র কিনি। স্কুলে Dt. Magistrate আসবে কথা হল—বল্লে, মোটর পাঠিয়ে দেবে। ষষ্ঠীবাবু।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২১শে মাঘ, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ সকালে উঠে ধান মাপতে গেলুম চালকী। সেখান থেকে এসে নদীতে নাইতে গেলুম। বাবলুকে নিয়ে জেলিদের বাড়ির বনের মধ্যে বসে রইলুম। বিকেলে অনেক লোক এল—সুধীরদা, ফণি রায়, ননী ইত্যাদি। The eternal মামলা এবং সালিসি বারাকপুরের।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২২শে মাঘ, ১৩৫৬। রবিবার।

সারাদিন বেড়াই ও পড়ি।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২৩শে মাঘ, ১৩৫৬। সোমবার।

আজ কলকাতার চিঠি পেলুম আমেরিকার প্রকাশক সম্বন্ধে। আজ কুঠীর মাঠে নাইতে গিয়ে দেখলুম মরিসন সাহেবের শিমুল গাছটা কেটে ফেলেচে। দেখে চোখে জল এল।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২৪শে মাঘ, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ সকালে উঠে কলকাতায় চলে গেলুম বাসে। গজেনবাবুর দোকান ও গিরিন সোম। লালগোলা রাজার বাড়ি নেমন্তন্ন, সেখানে মেয়ের বিয়ে। লাটসাহেব কাটজুর মেয়ে এলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সজনী দাস, অন্নদাশঙ্কর রায়, নলিনাক্ষ সান্ন্যাল সবাই মিলে আড্ডা। ওখান থেকে মনোজ বসুর মেয়ের বিয়েতে গেলুম সজনীর মোটরে। কালিদাস রায়, সুনীতিবাবু সবাই গল্পসল্প। গ্রীক কবিতার আবৃত্তি।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২৫শে মাঘ, ১৩৫৬। বুধবার।

কানুমামার বাড়ি সকালে উঠে চা খেয়ে ৯টায় দেশে রওনা। ১২টার ট্রেনে বারাকপুর। বাবলু আমায় দেখে ঝাঁপিয়ে কোলে এল। বাবলুর সঙ্গ অতি নিষ্পাপ ও মনোরম। বাড়ি এসে নেয়ে ও খেয়ে শুয়ে রইলুম।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২৬শে মাঘ, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে উঠে স্নান করে এসে স্কুল। স্কুল থেকে হাট করে বাড়ি এলুম।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২৭শে মাঘ, ১৩৫৬। শুক্রবার।

বাড়ি বসে লেখাপড়া করি। বাবলু বলে—বাবা, কি ভালো সিনারি !

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২৮শে মাঘ, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ বিকেলে ওদের নিয়ে শ্রীপল্লী বেড়াতে গেলুম।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২৯শে মাঘ, ১৩৫৬। রবিবার।

সকালে উঠে হেঁটে বনগাঁ। বন্ধুর বাড়ি যাই ও তার গল্প শুনি। বাবলু বাড়ি ফিরে আসতে বল্লে—আমার জন্য খাবার এনোচ ?

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৩০শে মাঘ, ১৩৫৬। সোমবার।

আজ সকালে বাবলুকে নিয়ে বেড়াই। বাবলুর আমি খেলার সাথী। আমি না হোলে ওর খেলা হয় না। কেমন চমৎকার সরল কথা বলে। ওর সঙ্গ আমার ভালো লাগে বড্ড। বিকেলে বিজয় মিত্র এসে ১০০ টাকা দিয়ে গেল কলকাতা থেকে, উপন্যাস লেখার জন্যে ওর কাগজে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ২রা ফাল্গুন, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ বাঁশবনে বসে তেল মাখলুম। ভগবানের নাম এখানে স্বাভাবিকই উচ্চারিত হয়। কলকাতায় বাড়ি করে কি সুখ পেতাম আমি ?

অমৃতকাকার বাড়ি সন্ধায় গিয়ে গল্প করি।

বাবলুকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বার হই। শিরীষ ফলের ঝুমঝুমি করে দি। ও বলে—ফল পাড়ো। ফল ভাঙো।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৬। বুধবার।

সকালে বাঁশবনে বসে লিখি। বাবলুকে মারি, বাবলু মার খেয়ে অভিমানে আমার কোলেই মুখ লুকুতে আসে—তাকে আরো মারি ও তাড়িয়ে দিই—কারণ সে দুধ খায়নি। কলার খোলা টেনে ওর সঙ্গে খেলা করি। আজ শিবরাত্রি।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

স্কুল গেলুম।

বাবলু শ্যামাচরণদার বাড়ি গিয়ে বলচে—তুমি যে সেই চা খাও—সেই চা—চা—খাবে না ?তারপর এঁড়ো ঘরে ঢুকে ফিরে এসে বল্লে—টিয়া পাখি তো নেই। আমি খেয়েছি না। অর্থাৎ আমি খাইনি।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজ স্কুলে feast—চলে গেলুম। মাঠে বেড়াতে গেলুম বিমান প্রভৃতির সঙ্গে। ভগবানের আবির্ভাব এসব স্থানে প্রত্যক্ষ।

পরলোকতত্ত্ব বল্লুম ছেলেদের ও ডাক্তারদের। Feast-এ মাংস পুড়ে অখাদ্য হল।

অনেক রাত্রে খেয়ে বাড়ি। মালপাড়ায় কীর্তন হচ্চে—গাইচে—'কিনি কিনি কিনি' বোধ হয় নুপুর [নূপুর] বাজার শব্দ। ফুচু ও নরেন শোয়। তারা গল্প করলে।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। শনিবার।সকালে কালিদাস ও অনেকে। লিখি উপন্যাস বিজয় মিত্রের জন্যে। জল বেড়েছে। বাবলুকে নিয়ে সকালে কুলতলার জঙ্গলে যাই। দুপুরে বাঁশপাতার গন্ধ ওঠা বাঁশবনে আম্রবৌলের গন্ধভরা বাতাসে চুপ করে বসে দেখেছি আজ কলকাতায় বাড়ি করলে জীবনটা ভোগ করা যেত না। বিকেলে আবার কুলতলার জঙ্গলে।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। রবিবার।

রবিবার বনগাঁ গিয়েই মিতের মুখে bank-এর কাজ শুনে বাড়ি এসেই কলকাতা গেলুম। প্রবোধ সান্যালের বাসায় রাত কাটাই ও গল্প করি। গজেন প্রতিমার সঙ্গে দেখা।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৮ই ফালুন, ১৩৫৬। সোমবার।

সকালে উঠে সুধীর সরকারের বাড়ি। তার ছেলেকে bank-এর কথা বলি। P.C.Sircar-এর সঙ্গে দেখা। যোগেশ দাসের ছেলে ক্ষিতীশের সঙ্গে দেখা। প্রবোধের বাড়ি গিয়ে দেখি গজেন বসে। ওকে নিয়ে গৌরীশংকর-এর বাড়ি। চা খেয়ে গল্প। দোকান থেকে ৩টার ট্রেনে বাড়ি। বনগাঁ থেকে জানিপুরের মুসলমানের সঙ্গে হেঁটে বাড়ি শুভরত্নপুরের ফটক দিয়ে।

বাবলু বল্লে—বাবা, কত কি জিনিস এনেচে লে !

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ আবার অনেক লোক। সকালে খোকা এল ব্যাংকের চিঠি নিয়ে। ভগবানের প্রতি ভক্তিতে ওর মনটি ছিল পরিপূর্ণ। কেন ?কারণ তিনি আমাদের অতি প্রাচীন (though not অতি বৃদ্ধ) পিতা। কেউ তাঁকে জানে না, চেনে না—অত্যন্ত অবহেলিত ও অনাদৃত। কত বড় মহিমময় ব্যক্তিত্ব, অথচ কত অজ্ঞাত, কুসংস্কারের কুয়াসায় জড়িত। ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত পড়তে সেকথাই মনে হল [।] এই ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে ভগবানের যেন কোথাও মিল আছে—তেমনি অনাদৃত, উদার, স্নেহময়, স্বল্পে সন্তুষ্ট। মুশকিল ওই যে তিনি মারা গিয়েছেন ১২৯২ সালে। আমার সঙ্গে দেখা হবে কোথা থেকে ?

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০।১০ই ফাল্গুন মাঘ, ১৩৫৬। বুধবার।

খোকা আজ চলে গেল সকাল বেলা। সারাদিন গল্প লিখি আনন্দবাজার 'দোল সংখ্যার'।রাত্রে থিয়েটার করে চড়কতলার ছোট ছোট ছেলেরা। বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে যাই। বাবলু বলে—ডাকবাক্স ভালোবাসি। বড় ঝড়বৃষ্টি সারাদিন। পাঁচু যাচ্চে কলকাতায়, ওর কাছে গিয়ে লেখা দিয়ে এলুম।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ স্কুল যাবার পথে সেই শিমূল গাছটি দেখে গেলুম। কি সুন্দর শোভা ! স্কুল থেকে চা খেয়ে ফিরলুম। হাট করেও বটে। শরৎ কালী দাদা ও আমি এক সঙ্গে ফিরলুম।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১২ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজও স্কুল। সকালে চা খেয়ে লিখতে বসি। স্কুল থেকে আসতে বেলা গেল। বাবলু বল্লে—বাবা আমার সর্দি হয়েচে।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ ওবেলা নিমন্ত্রণ। এবেলা চুল কাটতে গেলুম নলের বাড়ি। বাবলুকে নিয়ে। নলে বৃন্দাবন চলে যাচ্চে।

শান্তিপুর গেলুম বরযাত্রী। কতকাল পরে শান্তিপুর। বাবার কথা মনে পড়ল, চোখে জলএল। এমন ধারা ভালোবাসা ভগবানের ওপরও হয় যদি তাঁর দেহ থাকে, মৃত্যু থাকে, উত্থানপতন থাকে। দুঃখ, শোক প্রভৃতি রসের আস্বাদ করানো যায় না মানুষ যদি শাশ্বত জন্মমৃত্যুবিহীন হয়। দশটার ট্রেনে অনুকূলবাবুর বাড়ি শুয়ে।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। রবিবার।

সকালে বেলা উঠে হেডমাস্টার, ননী (?)দত্ত, আমি ভোরের ট্রেনে বাড়ি। আজ সারাদিন শরীর খারাপ। ঘুমুলাম। কি অপূর্ব এই ফাল্গুনের বনভূমি ! কি সুগন্ধ প্রতিদিন আম্রমুকুলের ! কোথায় লাগে কলকাতার ঘরবাড়ি ?এই শুকনো বাঁশপাতার সুগন্ধে দুপুরে বিকেলে তাঁর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। তিনিই সর্বত্র। ঐ শিমুলফুলের অপরূপ রূপেও তিনি। তিনি আমার বাবা।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। সোমবার।

আজ সকালে উঠে লিখি। নাইতে যাবার সময় তেল মাখতে মাখতে ভগবানের অপরূপ শিল্প এই বাঁশবন, পাখির ডাক, নব প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের গন্ধ, ঘেঁটু-ফুলের গন্ধ। স্নানের পূর্বে তেল মেখে গেলুম ও স্নান করে এলুম। বিকেলে বৌভাত। রাণাঘাটে গেলুম দলের সঙ্গে। সন্ধার ট্রেনে ফিরি।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। ১৬ই ফাল্গুন মাঘ, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ বসে লিখতে হবে না। কাল লেখা দিয়ে দিয়েছি।বিকেলে কিশোরকাকার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। বাবলু চা খেলে।

১লা মার্চ, ১৯৫০। ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। বুধবার।

আজ বাবলুকে নিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম বিকেলে। ৬।৭টি কুল খেলে। কুল না দিলে রাগ করে। বলে—আমি চলে যাবো।

বাঁশবনে গিয়ে বাবলু বলচে—বাবা, তুমি কোথায় বসেচ ?মা কল্যাণীর বাড়ি দেখা যাচ্ছে যে ?

২রা মার্চ, ১৯৫০। ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে পড়তে বসি—স্কুল—সকাল সকাল যাই। ডোঙার ঘাটে ফুল ফুটেচে শিমুলের। স্কুল যাবার পথে একটা গাছে কত শিমুল ফুল। চারিদিকে ভাঁটফুল সবে ফুটে উঠছে—কি শোভা, কি সুগন্ধ দুপুরে ! এখনো শীত রয়েছে। স্কুল থেকে এসে হাট করে পরামাণিকদের দিয়ে বাড়ি চলে এলুম। সেখানে ঘেঁটুফুল ফুটে আমোদ করেচে। গত বছর দেখিনি—তার স্পর্শ এখানে প্রতি পদবিক্ষেপে।

৩রা মার্চ, ১৯৫০। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজও ডোঙার ঘাটে তাড়াতাড়ি নেয়ে স্কুল। রহিমের মেয়ে এল বলতে যে তারা স্বামীর ঘর করবে না। ছুটির পর সুধীরবাবুর বাড়ি চা খেয়ে ঐ পরামাণিকের বাগানে ঘেঁটুফুলের বন দিয়ে বাড়ি। পেছনে রহিম কানা। বাড়ির পিছনের

রোয়াকে স্বর্গের মতো শোভা। বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে ডোঙার ঘাটে জ্যোৎস্না ওঠা পর্যন্ত বসে রইলুম চট্ পেতে। ভগবানের স্পর্শ পাই, প্রতি মুহূর্তে। বাবলুকে ভগবানের নাম করাই। খুড়ো, খোতন, আমি, দিদি বাইরে বসে গল্প করি জ্যোৎস্নায়।

৪ঠা মার্চ, ১৯৫০। ২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। শনিবার।

এদিন গেলুম রিক্সা করে বনগাঁ। স্মরজিৎ ও আমি। মিটিং-এর পরে আবার প্রিন্সিপ্যাল ও প্রোফেসরদের মিটিং। গিয়ে বসি। জ্যোৎস্নারাত্রে বাড়ি এলুম।

৫ই মার্চ, ১৯৫০। ২১শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। রবিবার।

সকালে গল্প করি। ঘেঁটুবনও অদ্ভুত। দুপুরে ঘেঁটুবনের অদ্ভুত শোভা। সন্ধ্যায় বাবলুকে নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে বসি। ভগবানের প্রণাম করাই।

৬ই মার্চ, ১৯৫০।২২শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। সোমবার।

আজ সকালে এক ভদ্রলোক এল শ্রীপল্লী থেকে বেড়াতে। শিমুলফুলের মধ্যে, ঘেঁটুফুলের মধ্যে তাঁরই আবির্ভাব। আজ বিকেলে গোপালনগর গিয়ে সুধীরদার সঙ্গে বেলেডাঙ্গা। পথে কি অদ্ভুত ঘেঁটুফুলের শোভা ! মাঠের শোভা ! কি অদ্ভুত শ্যামল সৌন্দর্য ! ভগবানের আবির্ভাব সর্বত্র। অনেক রাত্রে ফিরি।

৭ই মার্চ, ১৯৫০। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ বাবলু আমার সঙ্গে বেড়ায়। আমার গলা জড়িয়ে বলে, আমরা দু ভাই। শুয়ে থাকি। আমাকে চুমু খায়, মাথায়, কানে মুখে।

বাড়িতে এসে আর ছাড়তে চায় না।

৮ই মার্চ, ১৯৫০। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। বুধবার।

সকালে কি সুন্দর ঘেঁটুফুল ফোটা পাখিডাকা বসন্তের বনভূমি ! মন আপনি শান্ত হয়। খ্যাতির জন্যে আর আকাঙ্ক্ষা নেই।

বাবলুকে যেমন এক চড় মারা—ও চুপ করে উদাস মনে গিয়ে বসল। তারপর চোখ মুছতে মুছতে আপনমনে চলল পথ বেয়ে। কাঁটাল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মা পিছু পিছু ছুটল—ও ছুটল ফুচুর বাড়ির দিকে। আজ জহরলাল এসেছিলেন গোপালনগর স্কুলে। মাংস বিক্রি করতে এল। হরিপদদা এসে ঘি দিয়ে গেল। ভগবানের কথা আজ সারাদিন ভেবেছি—লিখেছি সারা সকাল। নাইতে গিয়ে ভেবেছি। কিশোর কাকার বাড়ি বসে বলেছি।

৯ই মার্চ, ১৯৫০। ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

সকালে শ্যামাচরণের বাগানে কি ঠাণ্ডা ও কি সুন্দর পাখিডাকা বসন্তের প্রভাত !

ভগবানের আবির্ভাব।

বাবলু বলেচে—আমার বৌ কেমন মিশুকে ?

ওর বৌ অর্থাৎ অন্নর বোন্।

—কেন রে ?

—তাই জন্যে।

সকালে ঘেঁটুফুলের সুগন্ধ শুঁকতে শুঁকতে স্কুলে গেলুম মালপাড়ার মধ্যে দিয়ে। কাল জহরলাল নেহরু এই পথে গোপালনগর স্টেশনের ওধারে সনেকপুরের (?)মাঠে গিয়েছিল, সে গল্প হল ছেলেদের সঙ্গে। জহরলাল যদি sensitive, তবে তিনি আরো কত infinitely sensitive !হাটে মাদার নেমন্তন্ন করলে গোপী দাঁর মেয়ের বিয়েতে। অমূল্যর গাড়িতে বাড়ি এলুম। বাবলু খেলছিল খুড়োদের বাড়ি। একছুটে এল, আমার কোলে উঠল।

আমায় আর ছাড়ে না। কি সুন্দর তার এই আগ্রহটি ! সব সময় আমার কাছে বসে রইল। রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে গেলুম। বেশ শীত—কোট গায়ে দিয়ে গেলুম। হরিপদদা, হরিবোল, ননী, জিতেনদাদা একসঙ্গে খেতে বসি। পান নিয়ে এলুম কল্যাণীর জন্যে। অন্ন শুয়ে আছে।

১০ই মার্চ, ১৯৫০। ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজ স্কুলে গিয়ে লম্বা টিফিনের সময় স্মরজিতের ঘরে বসে খুব আড্ডা। শশধর মুহুরির ছেলে বিয়ে করতে যাচ্চে—আমাকে যেতে বল্লে, পারলুম না। আমাকে যেতেই হচ্ছে কলকাতায়। মালপাড়ায় গ্রাম্য রাস্তার সুন্দর ঘেঁটুফুলের ছায়াভরা বনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম।

১১ই মার্চ, ১৯৫০।২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ ভোরের ট্রেনে কলকাতা। নেমে বারাসাত থেকে বাসে বারাকপুর। খেয়েদেয়ে কলকাতা ট্রেনে। কৃষ্ণদয়াল বসু প্রভৃতির সঙ্গে বসে আড্ডা। শিব বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে স্যার জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু সকলের সঙ্গে দেখা ও আড্ডা। শিবদা খুব খাতির করলে। ওখান থেকে এসে আড্ডা ঢাকুরিয়ায়। প্রবোধ সান্ন্যাল এল রাত ১০টার পরে।

১২ই মার্চ, ১৯৫০। ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। রবিবার।

সকালে উঠে প্রবোধকে তুললাম ঠেলে। চা খেয়ে এলুম গৌরীশঙ্কর ও আমি। সুমথদের বাড়ি কৃষ্ণদয়াল বসু, নরেন মিত্র, সুমথ ও গজেনের সঙ্গে আড্ডা। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদ'। A. Mukherjee দেখি মোটর থেকে ডাকচে 'আসুন আসুন, বিভূতিবাবু'—তার মোটরে শঙ্কর ঘোষের লেনে চারুশীলা দেবীর বাড়ি। তার সঙ্গে কথা বলে ট্রেন ধরে বনগ্রাম। বিভূতি মুখুয্যের সঙ্গে দেখা। বাড়ি এলুম ৪টার ট্রেনে। এই ঘেঁটুফুলের বনের সামনে ক্লান্ত দেহে মনে ভগবানের প্রণাম। বাবলু ছুটে এসে কোলে উঠলে।

১৩ই মার্চ, ১৯৫০। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। সোমবার।

সারাদিন Hindu Spiritual Magazine পড়ি। নাইতে গেলুম বাবলুকে নিয়ে—সেই শিমুলফুলের ডালে বাঁকা শিমুলফুল। বাবলুকে নৌকা থেকে স্নান করাই। বিকেলে গোপালনগর গেলুম সেই অপূর্ব ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে দিয়ে।

১৪ই মার্চ, ১৯৫০। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ সকালে উঠে H. S. Magazine পড়ি। পড়লে বড় elevating জিনিস—কিন্তু ভগবান, ভগবান, ভগবান—শুধু এই একঘেয়ে বাজে জিনিস। ভালো লাগে না। বাবলুকে নিয়ে অমূল্য মুহুরির বাড়ি যেতে কত ঘেঁটুবন পার হয়ে, বাঁওড়ের ধার পার হয়ে গেলুম। সেই বড় বাগানের পেছনের মাঠে অজস্র ঘেঁটুফুলের বন আমরা দেখি। একটা গরুর মাথা পড়ে আছে। বাবলুকে বলি—টিম্‌বোর মাথা। বাবলু বলে—বাবা, ভয় পেলাম, কোলে কর।

১৫ই মার্চ, ১৯৫০। ১লা চৈত্র, ১৩৫৬। বুধবার।

আজ কোথাও যাই না। H. S. Magazine পড়ি। ভোরে ওপাড়ার ঘাটে নেয়ে এলুম। বাবলুকে নিয়ে নারকেলের বাগলো কুড়িয়ে আনি। কি চমৎকার ঘেঁটুবন দুপুরের রোদে দেখায় ! সরোজিনী পিসিমা, তেনয়নী পিসিমাদের ভিটেতে কত ফুল ফুটেছে। একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয় যেন। বাবলুকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গেলুম বিকেলে। সন্ধ্যায় দুটি পাকিস্তানের মেয়ে এসে আলাপ করলে।

১৬ই মার্চ, ১৯৫০। ২রা চৈত্র, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

সকালে বেড়াতে গেলুম বাঁশবনে। সর্বত্র ঘেঁটুফুল। আনন্দময়ের জগতে আজ কদিন কি অপরূপ আনন্দেই যে আছি—সে আর কাকে বলি ?মৃত্যু যে ভগবানের কি রহস্য, তা এতদিন পরে বুঝলুম। H. S. Magazine পড়ে কিন্তু ভালো ভাবেই বুঝেছি তিনি আমাদের পিতা, কত দয়ালু পিতা। আমি না জেনে তাঁকে কত গালাগালি দিয়েছি।

স্কুল থেকে এসে নাপিতবাগানে গাছের গুঁড়ির ওপর বিকেলে বসে অজস্র ঘেঁটুফুলবন ও অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে ভগবানের এই অপূর্ব স্নেহ-প্রেমের কথা ভাবছিলুম। অনিল সাধু ও গোবিন্দ এল। ওদের নিয়ে বাবলুকে নিয়ে নদীর ধারে। ফিরে এসে কতক্ষণ গল্প। বাবলু ওদের লেখা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

১৭ই মার্চ, ১৯৫০।৩রা চৈত্র, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে নাপিতবাগানে ঘেঁটুফুলের কাছে বসে ভগবানের নাম করে এলুম। সূর্য উঠচে—নির্জন মাঠ, পাখির অজস্র কাকলী। আজ কদিন ধরে মনে যেন অপূর্ব আনন্দের জন্ম। লোককে ভাগ দিতে যাই, লোকে শোনে না। নেয় না। কুমারেশ হোলে ভাবত—আমি নাকি পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য ওরকম বলি।

১৮ই মার্চ, ১৯৫০। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৫৬। শনিবার।

চারিধারে ঘেঁটুফুলের বাহার। বিকেলে গোপালনগর গিয়ে ভাগবত শুনেছি। অনেক রাত্রে কালো পাঁচু গোপেশ্বর বোষ্টমের সঙ্গে ফিরি। দিদি বসে গল্প করচেন।

১৯শে মার্চ, ১৯৫০। ৫ই চৈত্র, ১৩৫৬। রবিবার।

বড় শীত সকালে।

আজ সকালে হেঁটে বনগাঁ। ৪০ টাকা দিলে কালো। সুরেন ডাক্তারের কাছে গল্প করি। মন্মথ মোক্তারের সঙ্গে গল্প করি। সেখানে খাই। মিতে এল। বাসে চলে এলুম। বাবলু ছুটে এসে কোলে উঠল। নাপ্তি বাগানে ঘেঁটুফুলের মধ্যে বড় গুঁড়িতে বাবলুকে নিয়ে বসি। তারপর ভগবানের প্রণাম সেরে ওকে টিমবোর মাথা দেখাই। ওকে নিয়ে এলুম মাঠ দিয়ে। রাত্রে জেলির বাড়ি গিয়ে বসি। জেলি আজ এসেছে।

২০শে মার্চ, ১৯৫০। ৬ই চৈত্র, ১৩৫৬। সোমবার।

আজ সারাদিন বসে পড়ি। ঘেঁটুফুল চারধারে। বাবলুর পেটের অসুখ। বিকেলে ওকে নিয়ে নদীর ধারে ও জেলির বাড়ি গিয়ে বসি। বাড়ি এসে গল্প করি।

যখনই বাঁশবনে বিকেলে বেড়াতে যাই—অমনি দেখি ঘেঁটুফুলের অপূর্ব শোভা। আজ অচিন্ত্য আমার সম্বন্ধে পূর্বাশায় লিখেছে—আনন্দবাজারে আমার নামে প্রতিবাদ বার হয়েছে।

২১শে মার্চ, ১৯৫০। ৭ই চৈত্র, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ বড্ড শীত সকালে। সকালে উঠে লিখি। বাবলুকে যদি বলা যায় অমুক কাজটা কেন করলে—বাবলু বলবে—তাই জন্যে। বিকেলে গোপালনগরে গেলুম। সন্ধ্যার পর চলে এলুম।

২২শে মার্চ, ১৯৫০। ৮ই চৈত্র, ১৩৫৬। বুধবার।

আজ সকালে বসে 'অনশ্বর' লিখি। কোথাও যাই না। বাঁশবনে অপূর্ব ঘেঁটুফুল ফুটেচে। ইন্দুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। বাবলুর পেটের অসুখের জন্যে মনে কষ্ট। বাবলুকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসি।

২৩শে মার্চ, ১৯৫০। ৯ই চৈত্র, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ বসে লিখি 'অনশ্বর'। বাবলুকে নিয়ে নাইতে গেলুম ডোঙার ঘাটে। সে বলে—বাবা, আমার কালো মতো ?করল ?তাকে কাঁধে করে নিয়ে আসি। স্কুল গেলুম ঘেঁটুবন দিয়ে, কিন্তু সে শোভা নেই, ঘেঁটুফুলের সুঁটি হয়ে গিয়েচে অনেক। হাট থেকে ফিরচি, অমিয়ভূষণ মজুমদার বলে একজন Inspector আমার সঙ্গে পথ থেকে এল। খুড়ো এল—দিদিরা এলেন। রাত্রে শীত খুব।

২৪শে মার্চ, ১৯৫০। ১০ই চৈত্র, ১৩৫৬। শুক্রবার।

সকালে উঠে খুব শীত। স্কুল গেলাম। গোবিন্দ বাড়িতে বক্তৃতা হল আমার। অনেক লোক। হেডমাস্টারও ছিলেন। মনুখুড়ো ও আমি বাড়ি চলে এলুম।

২৫শে মার্চ, ১৯৫০। ১১ই চৈত্র, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ মুসলমানরা দলে দলে আসে। আজ ন'টার ট্রেনে বেরুবোএমন সময়ে এল বেলেডাঙার মানিক মোড়ল। যাওয়া হল না। বিকেলে বসে লিখি। বাবলুকে নিয়ে নদীতে নাইতে গেলাম। বাবলু চিরুনি জলে টান মেরে ফেলে দিলে। রবি তুললে। বিকেলে বাবলু বল্লে—বাবা, আমি হাঁটতে পারবো না, আমি যে জেফ্রল খেয়েছি। ওকে নিয়ে নদীর ধারে গেলাম।

বেশ শীত।

২৬শে মার্চ, ১৯৫০। ১২ই চৈত্র, ১৩৫৬। রবিবার।

সকালে মুসলমানদের ভিড়। আমার ন'টার গাড়িতে যাওয়া হল না। খেয়ে বাসে আমি আর হরিপদদা গেলুম হেঁটে রাস্তার ধারে। হরিপদদা কাঁচা আম পাড়লে। বাসে মুসলমান বোঝাই। সব পালাচ্চে। চলে এলুম। বাবলু বল্লে—আমার জন্যে কি এনেচ ?হাটে গেলাম। মন খারাপ। চারিদিকে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা সংক্রান্ত কথা, খুব শীত পড়ল সন্ধ্যার পর।

২৭শে মার্চ, ১৯৫০। ১৩ই চৈত্র, ১৩৫৬। সোমবার।

আজ বসে বসে লিখি 'অনশ্বর' দ্বিতীয় অধ্যায়। স্নান করি না। শরীর জ্বরভাব। দুপুরে খেয়ে খুব ঘুমুই বাবলুর পাশে শুয়ে। বাবলুকে নিয়ে বিকেলে বাঁওড়ের দোকানে বেড়াতে যাই। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় ফিরি। মুসলমানেরা সব পালাচ্চে। রাত্রে ভেড়ার মাংস দিয়ে গেল অন্তে। বাবলুর ভয়ানক ফেউ ডাকার ভয় ও টিম্‌বোর ভয়। কোলে নিয়ে বাঁশবাগানে গেলুম। ও বলে [—] যেয়ো না বাবা।

২৯শে মার্চ, ১৯৫০। ১৫ই চৈত্র, ১৩৫৬। বুধবার

আজ বসে বসে লিখি। বাবলুকে নিয়ে বেড়াই। আজ অমূল্য মুহুরির বাড়ি শান্তিপুরের ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম বাবলুকে নিয়ে।

৩০শে মার্চ, ১৯৫০। ১৫ই চৈত্র, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে স্কুল। স্কুলে থেকে বাড়ি ফিরে বাবলুকে নিয়ে বেরুই।

৩১শে মার্চ, ১৯৫০। ১৭ই চৈত্র, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজ স্কুল থেকে একেবারে বারাকপুর। কেতো আজ ঘাটশিলা গেল আমার সঙ্গে। রাত্রে জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে বসে ক্যারাম খেলা।

সকালে উঠে কেতো ও আমি বাসে শ্যামবাজার। প্রথমে শুনলুম আজ হরতাল। সজনীর বাড়ি আমি ও নির্মলদা বসে গল্প করি। ওখান থেকে উঠে A. Mukherji-র বাড়ি ও দোকান।সেখান থেকে চাকদা নেমে বাসে সন্ধ্যার শাঁক বাজাবার সময় বাড়ি। বাবলু বলে—বিলিতি লেবেনচুষ এনেচ, পেপার মিন্ট দেওয়া। বাড়ি এসে দেখি রবি এসেচে কলকাতা থেকে।

১লা এপ্রিল, ১৯৫০। ১৮ই চৈত্র, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ বসে বসে বাবলুকে নিয়ে গল্প করি। অমূল্য মুহুরির বাড়ি শান্তিপুরের ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করি। আজ নরহরির বাড়ি অষ্টমপ্রহর কীর্তন। রবিকে নিয়ে কীর্তন শুনতে গেলুম। আজ যেতে যেতে আবিষ্কার করি অনেক ঘেঁটুফুল ফুটে আছে—আজও।

২রা এপ্রিল, ১৯৫০ ১৯শে চৈত্র, ১৩৫৬। রবিবার।

বাবলুকে নিয়ে বেড়াই। নরহরির বাড়ি অষ্টমপ্রহরের কীর্তনের আজ ভঙ্গ ?আজ যেতে যেতে ঘেঁটুফুলের স্থানে প্রণাম করি।

৩রা এপ্রিল, ১৯৫০।২০শে চৈত্র, ১৩৫৬। সোমবার।

আজ বিকেলে ওদের কীর্তন সঙ্ঘে বাবলুকে নিয়ে সেই ঘেঁটুফুল ফোটা জায়গা দিয়ে বেড়াতে গেলুম। প্রণাম করি। মনে অপূর্ব আনন্দ। Spiritualism পড়ার জন্যে দৃষ্টি অনেকদূর খুলে গিয়েচে যেন। ওদের পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করি বলাইয়ের বাড়ি বসে।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫০। ২১শে চৈত্র, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ বাবলুকে নিয়ে স্নান করিয়ে আনি। নদীতে জল খুব বেড়েচে। স্কুলের বোর্ডিংয়ে feast। ছেলেরা বলে গেল—আমি গিয়ে পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করি। খেয়েদেয়ে রাত ১২টায় ফিরি। খোতনের বোনের বড় অসুখ। আজ রাত্রেই সে মারা গেল।

৫ই এপ্রিল, ১৯৫০। ২২শে চৈত্র, ১৩৫৬। বুধবার।

আজ সকালে খুড়োদের বাড়ি গেলুম। খুব কান্নাকাটি করলে। বাবলুকে নিয়ে নাইয়ে আনি। শান্তিপুরের ঠাকুরের কাছে গিয়ে গল্প।

৬ই এপ্রিল, ১৯৫০।২৩শে চৈত্র, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ একদিন মাত্র স্কুল করি। বাবলু হেঁটে আমার সঙ্গে বাঁশঝাড় পর্যন্ত আসে। আবার ফিরে গেল। আজ মাইনে পেয়ে বাবলুর জন্যে বড় মাছ॥০সের কিনে আনি।

৭ই এপ্রিল, ১৯৫০। ২৪শে চৈত্র, ১৩৫৬। শুক্রবার।

আজ সকালে বাবলুকে নিয়ে ওখানে গেলুম। ঘেঁটুফুলে বাবলু প্রণাম করে নরহরির বাড়িতে, আমিও করি। মাখনসিমের রাঙা বীচি বাবলু ও আমি কুড়ুই।

বিকেলে আবার যাই—রোজ বলাইয়ের বাড়িতে জন্ম ও মৃত্যুর আলোচনা হয়।

৮ই এপ্রিল, ১৯৫০। ২৫শে চৈত্র, ১৩৫৬। শনিবার।

আজ আবার বাবলুকে নিয়ে গেলুম সকালে। কথা হল আজ বিকেলে আবার গিয়ে পরলোকতত্ত্বর কথা বলবো। রবি রায়ের সঙ্গে আমি শ্রীপল্লী গিয়ে রাত্রে ফিরি।

৯ই এপ্রিল, ১৯৫০। ২৬শে চৈত্র, ১৩৫৬। রবিবার।

আজ সকালে অমূল্যর বাড়ি গেলুম। অমূল্য ও ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করি।

১০ই এপ্রিল, ১৯৫০। ২৭শে চৈত্র, ১৩৫৬ সোমবার।

সকালে উঠে গোপালনগর ধান কিনতে—

১১ই এপ্রিল, ১৯৫০।২৮শে চৈত্র, ১৩৫৬। মঙ্গলবার।

আজ সকাল থেকে বসে পড়ি। তারপর বাবলুকে নিয়ে নাইতে গেলুম—নৌকোয় বসিয়ে মাথায় জল দিয়ে স্নান করালুম। বিকেলে বাবলুকে নিয়ে বাঁওড়ের ধারের দোকানে বেড়াতে গিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টির সামনে পড়তে পড়তে বেঁচে যাই। খুব ঝড় সারারাত।

১২ই এপ্রিল, ১৯৫০। ২৯শে চৈত্র, ১৩৫৬। বুধবার।

আজ সকালে নীলের বাজার করতে। ডাব কিনে ফিরে নদীতে স্নান করে এলুম। বিকেলে বাবলুকে নিয়ে পাকা রাস্তা।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৫০। ৩০শে চৈত্র, ১৩৫৬। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে কালো চক্রবর্তী এল। বাবলুকে নিয়ে গেলুম লালমোহনের স্কুলে। ঘেঁটুফুলের বনে ওকে প্রণাম করালুম। বনসিমের বীজ কুড়লুম। সেই রাত্রেই বাবলুর জ্বর ১০১°।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৫০। ১লা বৈশাখ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

ভয়ানক দুর্ভাবনা। বাবলুর জ্বর ছাড়ল না। ১লা বৈশাখের খাতা মহরৎ উৎসবে মন-মরা অবস্থায় গোপালনগর। কালো ডাক্তারের দোকানে গান হল। আমি, সুধীরদা, শশধর মুহুরি শুনলুম। এসে শুনলুম বাবলুর জ্বর বেড়েচে। মন বড় খারাপ।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৫০। ২রা বৈশাখ, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ সকালে উঠে প্রসাদ ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে বাবলুর অসুখের কথা বলি। তাকে আনি। একখানা বিলিতি ম্যাগাজিন আনি। শান্তকে বলি নুটুকে টেলিগ্রাম করতে।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৫০। ৩রা বৈশাখ, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ শান্ত টেলিগ্রাম করতে গেল না। বাবলুর খুব জ্বর। ছাড়েনি আরো জ্বর আসছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই ওকে তুমি ভালো করিয়ে দাও।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০। ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ নুটুকে সকালে টেলিগ্রাম করা গেল। ফোন করা হল ব্যারাকপুরে।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫০। ৫ই বৈশাখ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ নুটু এল। সুরেন ডাক্তার এল বিকেলে। জ্বর ছেড়ে গেল রাত ৩টার সময়। আনন্দের আতিশয্যে আর ঘুম হল না।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৫০। ৬ই বৈশাখ, ১৩৫৭। বুধবার।

কিন্তু আবার জ্বর এল ওর। কি মনের কষ্ট ! ও বলে—বাবা, ভালো হয়ে গেলে ভালো তেল মেখে তোমার সঙ্গে নেয়ে আসবো।

বনসিমের বীজ নিয়ে দুজনে কত খেলা করেছি। গজেনবাবু এল দুপুরে।

২০শে এপ্রিল, ১৯৫০। ৭ই বৈশাখ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ স্কুলে গেলুম—কিন্তু সকালে সকালে চলে এলুম। মন বড় খারাপ, বাবলুর জ্বর বেড়েচে।

২১শে এপ্রিল, ১৯৫০। ৮ই বৈশাখ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজও সকালে স্কুল গেলুম ও সকাল সকাল চলে এলুম। লালগোলার মহারাজার চিঠি পেলুম তাঁর ছেলের বিয়ে সংক্রান্ত। মন খুব খারাপ। কে যেন সাহস দিলে—ভয় নেই। ভগবানকে ভালো করে জানতে পারলুম।

২২শে এপ্রিল, ১৯৫০। ৯ই বৈশাখ, ১৩৫৭। শনিবার।

বাবলু সর্বদাই আমায় ডাকচে বিছানায় শুয়ে। গল্প করি, বাইরে—আবার ডাকে— বাবাই—তখুনি যাই ওর কাছে। বলে—বাবাই, ভালো হোলে তোমার সঙ্গে বসে ভাত খাব। মন কি খারাপ !

২৩শে এপ্রিল, ১৯৫০। ১০ই বৈশাখ, ১৩৫৭। রবিবার।

বাবলু ভালো নেই, জ্বর রোজ আসচে। আমি বাঁশবাগানে বসে বসে কত ভাবি। খেতে ভালো লাগে না। কিছু বলতে ভালো লাগে না।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫০।১১ই বৈশাখ, ১৩৫৭। সোমবার।

আজও জ্বর। রোজই ভাবি ওর জ্বর ছাড়বে। চিঠি এসেচে অনেকগুলো। নুটু চলে গেল আজ।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৫০। ১২ই বৈশাখ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

ভগবানের কথা পড়ি। নানা অদ্ভুত তত্ত্ব মনের মধ্যে ওঠে।

আজ ১০৪°জ্বর বাবলুর। মন বড় খারাপ। সলিল এল। রাত্রে জাগি সারারাত।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৫০। ১৩ই বৈশাখ, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ সকালে জ্বর ছেড়ে গেল।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৫০।১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

জ্বর ছেড়ে গেল বাবলুর। স্কুলে গেলুম।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৫০। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজও বাবলুভালো। স্কুলে গেলুম। বিকেলে আজ জ্যোৎস্নারাত্রে স্কুলে বেড়াতে গিয়ে স্মরজিতের বাড়ি বসলুম।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৫০। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ বাবলু ভালো। তার সঙ্গে অনেক খেলা করি।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৫০। ১৭ই চৈত্র, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ ১২।।০ টার বাসে বনগ্রাম গেলুম। দুপুরে ঘুমুই। মিতে এল। মাংস ও রুটি নিয়ে মন্মথদা এসে উপস্থিত।

১লা মে, ১৯৫০। ১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৭। সোমবার।

সকালের বাসে বারাকপুর। বাবলু আজকাল খেলা করচে। আমায় দেখে খুব খুসি।

২রা মে, ১৯৫০। ১৯শে বৈশাখ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ বাবলু বেশ ভালো।

৩রা মে, ১৯৫০। ২০শে বৈশাখ, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ স্মরজিতের চিঠি পেয়ে এলুম স্কুলে। বাবলুর চাল নিয়ে এলুম।

৪ঠা মে, ১৯৫০। ২১শে বৈশাখ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ স্কুলে গেলুম। রবীন্দ্রনাথের গান শোনাই।

৫ই মে, ১৯৫০।২২শে বৈশাখ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজ বাবলু কতরকম খেলা করে আমার সঙ্গে। বড় ঝড়বৃষ্টি বিকালবেলায় [।]

৬ই মে, ১৯৫০। ২৩শে বৈশাখ, ১৩৫৭। শনিবার।

বাবলু ভালো আছে। কলকাতায় গেলুম, গজেনদের বাড়ি রাত্রে থাকি। অরুণেন্দ্র দত্ত ও তার বাবা এল দিল্লি থেকে। ছাদে আড্ডা।

৭ই মে, ১৯৫০। ২৪শে বৈশাখ, ১৩৫৭। রবিবার।

সকালে প্রবোধ সান্ন্যাল এল। ওখানে খেয়ে ১টার ট্রেনে এসে ৪টার ট্রেন ধরে হাটে। শান্তর মুখে শুনলুম বাবলু ভালো আছে। কর্ণকুন্তী সংবাদ ট্রেনিং দিলুম দাঁদের বাড়ি। সন্ধ্যায় বাড়ি এলুম। বাবলু খুব খুশি। তাকে কাঠের মোটর কিনে দেবো বল্লুম।

৮ই মে, ১৯৫০। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ সকালে রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিকেলে মেয়ে স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী। ঝড়বৃষ্টি। অনেক রাত্রে বাড়ি।

৯ই মে, ১৯৫০।২৬শে বৈশাখ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

বাবলুকে নিয়ে ঝড়বৃষ্টি দেখাতে গেলুম বাগানে। বদ্যিনাথ ও অনেকে এল।

১০ই মে, ১৯৫০। ২৭শে বৈশাখ, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ আমার সঙ্গে অনেক খেলা করলে বাবলু।

১১ই মে, ১৯৫০। ২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ স্কুলে গেলুম। সকালে। বড্ড গরম। ধীরেন এল। তার ঘর নিয়ে বিবাদ। আমার সঙ্গে ধীরেন গেল বিনয়কে ডাকতে।

১২ই মে, ১৯৫০। ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজও স্কুল। আজ বাবলুকে নিয়ে ঝড় দেখালুম।

১৩ই মে, ১৯৫০। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ আবার বাবলুর অসুখ হল। নাইতে গিয়েছি—এসে শুনলুম।

১৪ই মে, ১৯৫০। ৩১শে বৈশাখ, ১৩৫৭। রবিবার।

মন বড় খারাপ। কিন্তু আজ জ্বর ছেড়ে গেল, সে ভালো আছে।

১৫ই মে, ১৯৫০। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ রাত্রে মুসলমান বোর্ডিংয়ে খাওয়াদাওয়া হল। খুব ঝড়বৃষ্টি। বাবলু ভালো আছে।

১৬ই মে, ১৯৫০। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ আবার বাবলুর জ্বর ও ফোড়া। সে বলচে—বার্লি খাবো। জ্বর ছেড়ে গেলে আমি ভালো তেল মেখে নাইতে যাবো নদীতে, নাইতে যাবো।

১৭ই মে, ১৯৫০। ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বুধবার।

বাবলুর জ্বর। মনে কষ্ট হল। সারাদিন কোথাও বেরুই নি।

১৮ই মে, ১৯৫০।৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে স্কুল। বাবলুর জ্বরের জন্যে মন বড় খারাপ।

১৯শে মে, ১৯৫০। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে স্কুলে গেলুম। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে ওবেলা। সারাদিন স্কুলে থাকতে হবে। প্রসাদ ও গোবর ডাক্তার পাঠিয়ে দিলুম। দুজন ছেলে সাইকেলে গেল জ্বর কত জানতে। থার্মোমিটার ও টেম্পারেচার দেখে দেখে পাগল। মন খারাপ। ভগবান রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছবির কাছে বাবলুর জন্যে প্রার্থনা করি। S.D.O.এল, হেডমাস্টারের বাসায় খেয়ে স্কুলেই শুয়ে থাকি। মিতে ও আমি বিচারক। সভা শেষ হোলে পেনিসিলিন নিয়ে যখন আসচি, তখন শুধুই ভাবচি বাবলুকে গিয়ে কেমন দেখবো। বাড়ি এসে শুনি ফোড়া ফেটে গিয়ে জ্বর কমে গেছে। রামকৃষ্ণদেবকে ও বিবেকানন্দকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো ! ভগবান তো বাবা—তাঁকে কি জানাবো ! কি আনন্দ রাত্রে !

২০শে মে, ১৯৫০। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শনিবার।

সকালে স্কুল। ছুটি আজ। বাড়ি এসে বেলা পড়লে আবার স্কুলে গিয়ে মাইনে নিই। আজ ভোজ বোর্ডিংয়ে। বড্ড গরম। রাত্রে বোর্ডিং-এই শুয়ে থাকি।

২১শে মে, ১৯৫০। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। রবিবার।

সকালে উঠে মাছ কিনে চলে এলুম। আশুঠাকুর মাছ ধরচে পুকুরে, দুটো মাছ দিলে। বাবলু আমায় দেখে খুব খুসি। তার সঙ্গে বসে খেলা করি। কেবল বলে, আমায় চা করে দে। বিকেলে খুব মেঘ, ঠাণ্ডা পড়ে গেল। রাত্রে খুব ঘুম।

বাবলু ভাত খেয়েচে আজ।

২২শে মে, ১৯৫০। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ সকালে উঠে Hindu Spiritual Magazine পড়ি। পড়চি আজ তিন মাস। রোজ।নৃপেন এনে দেয়। অন্য একটা দৃষ্টি খুলে দিয়েচে। বাবলু ভাত খেয়েচে। নাইতে গেলুম বন্নার ভাঙনে।

বিকেলে যতীন পরামাণিকের বাড়ি হয়ে গোপালনগর বাজার। স্মরজিৎ চা খাওয়ালে।

২৩শে মে, ১৯৫০।৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ জামাইষষ্ঠী। নেমন্তন্ন এল না শ্বশুরবাড়ি থেকে। বাবলু আমার সঙ্গে কত গল্প করে। ও পোড়ের [?]ভাত খায়। আহা, আজ খাওয়ার জন্যে ওর কি আগ্রহ ও কান্না ! ওর যে মাছের ঝোল তা ভূতেও খায় না—তাই ও সোনা হেন মুখ করে খাচ্চে।

রেডিও শুনতে গেল বিকেলে ওর মা ওকে নিয়ে। বড় গরম আজ। কেদার রাজা চিত্রনাট্য করার চিঠি এসেচে।

২৪শে মে, ১৯৫০। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ বিকেলে গোপালনগর বেড়াতে গিয়েছিলাম। শৈলেন নাকি মারা [বাক্য অসমাপ্ত]

২৫শে মে, ১৯৫০।১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ হাটবার। স্নান করে এলুম। বসে বসে লিখি।

২৬শে মে, ১৯৫০। ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

সকালে কলিকাতা। বাবলু এগিয়ে দিয়ে গেল। দোকানে কৃষ্ণদয়ালবাবু বসে। রাত্রে বুদ্ধদেবের বাড়ি গল্প। সুরেশের বাড়ি হয়ে গেলুম। নারায়ণ ও জগদীশ কত বোঝালে আমাকে গল্প সঞ্চয়ন দেবার জন্য।

২৭শে মে, ১৯৫০। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শনিবার।

সকালে উঠে শৈলজার ওখানে ভাত খেলুম। শিশিরকুমার ইন্‌স্টিটিউটে যাবার সময়ে শিশিরকুমারের নাম করি। Hindu Spiritual Magazine পড়ি। শৈলজার সঙ্গে গল্প করে বেড়িয়ে এলুম। দোকান হয়ে অনিমা নীলিমার বাড়ি হয়ে কানুমামার বাড়ি। রবীনের মৃত্যুসংবাদ পেলুম। কানু মামার বাড়ি বসে পরলোকতরু (?)।

২৮শে মে, ১৯৫০। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। রবিবার।

সকালে গৌরীশঙ্করের বাড়ি। প্রবোধ সান্যালের বাড়ি হয়ে গেলুম। খুব আড্ডা গৌরী ও গজেনবাবুর সঙ্গে গল্প। বিকেলের ট্রেনে বাড়ি। মাছ কিনলুম হাটে।

২৯শে মে, ১৯৫০। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। সোমবার।

সকালে স্নান করে এসে গল্প লিখি। তারপর আকাইপুর নিমন্ত্রণ খেতে। হেডমাস্টার ও আমি ও হরিপদদা। অনেক রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে ফিরি। বেশ ঠাণ্ডা।

৩০শে মে, ১৯৫০। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ সারাদিন লিখি।

৩১শে মে, ১৯৫০। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বুধবার।

সকালে ৯টার ট্রেনে কলকাতা। দোকান। বিকেলে ভোলাবাবুর মোটরে টালিগঞ্জ ইন্দ্রপুরীস্টুডিওতে ‘প্রতীক্ষা’ ফিল্‌ম্ খোলবার সভায় সভাপতিত্ব করি। কবি কালিদাস রায়, আমি, গজেন মিত্র অনেকে ছিলুম। খুব মেঘ করে এল। বাণী রায়ের বাড়ি গেলুম—কেউ নেই। কানুমামার বাড়ি রাত্রি কাটাই। সকালে চেলার বাসে সজনীর বাড়ি গেলুম। দুজনে তারাশঙ্করের বাড়ি। সজনী ও আমি কত গল্প করি। তারাশঙ্কর ফুলের বীজ দিলে। সজনীর স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালে। ওখান থেকে দোকান, তারপর সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি। কেতো ও অন্তে আমার সঙ্গে এল।

১লা জুন, ১৯৫০। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

(এটা আগে লেখা)

২রা জুন, ১৯৫০। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজ গোপালনগরে যাত্রা হবে শুনি। বিকেলে নাইতে গেলুম। ঘন মেঘ করেচে। সে সৌন্দর্য নেই বারাকপুরের। বন কেটে ফেলেচে, পাকিস্তানের লোক এসে বাস করেছে। রাত্রে ঠাণ্ডা।

৩রা জুন, ১৯৫০। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শনিবার।

সকালে গোপালনগর গিয়েছিলুম। বড্ড গরম। যাত্রা হবে না। সুধীরদার বাড়ি চিঁড়ে খেলুম। শম্ভু আমার সঙ্গে গেল। রাত্রে যাত্রা হল।

৪ঠা জুন, ১৯৫০। ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ বনগাঁ গেলুম ও হেঁটে রাত্রে ফিরি। আজও যাত্রা হল।

৫ই জুন, ১৯৫০। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ যাত্রা হল। গেলুম, গোবর ও স্মরজিতের সঙ্গে বসে শুনি।

৬ই জুন, ১৯৫০। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ ষষ্ঠী। বাবলু হাতে রাখি বাঁধলে।

৭ই জুন, ১৯৫০। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বুধবার।

বসে পড়ি অমিয় নিমাই চরিত।

৮ই জুন, ১৯৫০। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ আমি সকালে চলে গেলুম কলকাতায়। বিকেলে ইউনিভার্সিটির কাগজ নিয়ে ফিরি রিক্সা [য়] [।]

৯ই জুন, ১৯৫০। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

সকালে কাগজ দেখি। আজ শ্রীপল্লীতে রাত্রে গেলুম।

১০ই জুন, ১৯৫০।১৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ শ্রীপল্লীতে ম্যাজিস্ট্রেট আসবার কথা—এল না। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি। বাবলু কেবল বলচে—আমাকে শ্রীপল্লী নিয়ে যেয়ো বাবা। গেলুম বিকেলে। বীরেনবাবু বলে একজন I.C.S. ফেল এসেচে।

১১ই জুন, ১৯৫০। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ সারাদিন দারুণ দুর্যোগ। আমার স্নান করার পরেই শরীর খারাপ হল। বাবলু কেবল বলে—গল্প বল্—কত গল্প বলি ওকে। দুপুরে খুব ঝড়বৃষ্টি। ভীষণ বৃষ্টি। বিলবিলে ভর্তি হয়ে গেল। উঠেই আমার জ্বর এল।

১২ই জুন, ১৯৫০। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। সোমবার।

বসে বসে B.A.-র কাগজ দেখি। বাবলু আজকাল কত কথা বলে।

১৩ই জুন, ১৯৫০। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

বসে বসে কাগজ দেখি। ঝড়বৃষ্টি।

১৪ই জুন, ১৯৫০। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। বুধবার।

ঝড়বৃষ্টি।

১৭ই জুন, ১৯৫০। ২রা আষাঢ়, ১৩৫৭। শনিবার।

ভীষণ ঝড়বৃষ্টি। কাগজ দেখি।

১৮ই জুন, ১৯৫০। ৩রা আষাঢ়, ১৩৫৭। রবিবার।

কাগজে মার্কসিট তৈরি করি। বড্ড গরম।

১৯শে জুন, ১৯৫০। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ বাসে গিয়ে কলিকাতা। দোকান হয়ে সুনীতিবাবুর বাড়ি। তিনি নেই। দিল্লি চলে গিয়েচেন। রাত্রে গৌরীশঙ্করের বাড়ি।

২০শে জুন, ১৯৫০। ৫ই আষাঢ়, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে কানুমামা ও বাণী রায়ের বাড়ি। ২টার ট্রেনে বাড়ি। বাবলু ছুটে গেল লেবু গাছ পর্যন্ত। ওকে কোলে নিয়ে নদীর ধারে নাইতে গেলুম।

২১শে জুন, ১৯৫০। ৬ই আষাঢ়, ১৩৫৭। বুধবার।

বসে কাগজ দেখি।

২২শে জুন, ১৯৫০। ৭ই আষাঢ়, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

B.A.-র কাগজ দেখি।

২৩শে জুন, ১৯৫০। ৮ই আষাঢ়, ১৩৫৭। শুক্রবার।

ঐ

২৪শে জুন, ১৯৫০। ৯ই আষাঢ়, ১৩৫৭। শনিবার।

ঐ

২৫শে জুন, ১৯৫০।১০ই আষাঢ়, ১৩৫৭। রবিবার।

ঐ

২৬শে জুন, ১৯৫০। ১১ই আষাঢ়, ১৩৫৭। সোমবার।

ঐ

২৭শে জুন, ১৯৫০। ১২ই আষাঢ়, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

কাগজ দেখি।

২৮শে জুন, ১৯৫০।১৩ই আষাঢ়, ১৩৫৭ বুধবার।

কাগজ দেখি।

২৯শে জুন, ১৯৫০। ১৪ই আষাঢ়, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

কাগজ দেখি।

৩০শে জুন, ১৯৫০।১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৭। শুক্রবার।

কাগজ দেখি। আজ S.D.O. এল স্কুলে। আসরাফের ওখানে বসে চা খেলুম।

১লা জুলাই, ১৯৫০। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৫৭। শনিবার।

কাগজ দেখি। এখন জোয়ার শেষ [।]

২রা জুলাই, ১৯৫০। ১৭ই আষাঢ়, ১৩৫৭। রবিবার।

কাগজ দেখি।

৩রা জুলাই, ১৯৫০। ১৮ই আষাঢ়, ১৩৫৭। সোমবার।

কাগজ নিয়ে কলিকাতা। প্রবোধ ও আমি যাচ্ছি, সমস্ত চৌরঙ্গির আলো নিবে গেল। সুনীতিবাবুর বাড়ি গিয়ে ফটিক দোলানো দেখলুম। কানুমামার বাড়ি এসে মায়াদির সঙ্গে গল্প।

৪ঠা জুলাই, ১৯৫০। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে মণি বোসের বাড়ি। অনেকদিন পরে দেখলুম ওকে। ওর স্ত্রী কত গল্প করলে। বাবলুকে বই দিলে। কালিদাস রায়ের বাড়ি এলুম—বিধুবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম কতকাল পরে। যামিনী যাচ্ছিল, ওপরে নিয়ে গেল। ট্রেনে চলে এলুম—বাসে সন্ধ্যায় বাড়ি। যখন জাঙ্গিপাড়ায় মণীন্দ্রলাল বসুর গল্প প্রথম পড়ি, তখন কি জানি আমার ছেলেকে সে বই দেবে ?

৫ই জুলাই, ১৯৫০। ২০শে আষাঢ়, ১৩৫৭ বুধবার।

খাতা দেখি। বাবলু বড় দুষ্টু হয়েচে। কেবল বাইরে গিয়ে খেলা করে বেড়ায়। বড় চারা আম গাছের তলায় শেফালিফুল গাছটায় এখনো ফুল আছে। ভগবানের কথা মনে পড়ল ওখানে গিয়েই।

৬ই জুলাই, ১৯৫০। ২১শে আষাঢ়, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

স্কুলে থাকি, পা মচ্‌কে শয্যাগত। জেলে বাড়ি শুয়ে রইলুম—তারপর বাড়ি এসে।

৭ই জুলাই, ১৯৫০। ২২শে আষাঢ়, ১৩৫৭। শুক্রবার।

খাতা দেখি। শয্যাগত। বন মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পেলুম গবর্নমেন্ট থেকে। সিংহ সাহেবের ও সুষমা গুপ্তার চিঠি এল।

৮ই জুলাই, ১৯৫০। ২৩শে আষাঢ়, ১৩৫৭। শনিবার।

পা ভেঙ্গে শয্যাগত।

৯ই জুলাই, ১৯৫০। ২৪শে আষাঢ়, ১৩৫৭। রবিবার।

পাভেঙ্গে শয্যাগত। বাবলু কেবল আমার মাথা টিপে বলে, আরাম হচ্চে। ফু দিয়ে সারিয়ে দেয়। তাই যেন সারে।

১০ই জুলাই, ১৯৫০। ২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৭। সোমবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।

১১ই জুলাই, ১৯৫০। ২৬শে আষাঢ়, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

পা।

১২ই জুলাই, ১৯৫০। ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৭। বুধবার।

পা। বসে থাকি আর শ্যামল শোভা দেখি।

১৩ই জুলাই, ১৯৫০। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

বাবলু কতরকম কথা বলে। আমার কাছে শোয় দুপুরে। বাবা আমায় বকবি নে তো ?

১৪ই জুলাই, ১৯৫০। ২৯শে আষাঢ়, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজও আমার কাছে বাবলু শোয়। পা একটু সেরেচে। খুব বৃষ্টি।

১৫ই জুলাই, ১৯৫০। ৩০শে আষাঢ়, ১৩৫৭। শনিবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।

১৬ই জুলাই, ১৯৫০। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৫৭। রবিবার।

ঐ [।] বাবলু কেবল ফুঁ দেয়।

১৭ই জুলাই, ১৯৫০। ১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭। সোমবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।।

১৮ই জুলাই, ১৯৫০।২রা শ্রাবণ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।

১৯শে জুলাই, ১৯৫০। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৫৭। বুধবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।

২০শে জুলাই, ১৯৫০। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।

২১শে জুলাই, ১৯৫০। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।

২২শে জুলাই, ১৯৫০। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। শনিবার।

পা ভেঙে শয্যাগত।

২৩শে জুলাই, ১৯৫০। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ কেষ্টনগরে সভা করতে গেলুম। গাড়ি করে স্টেশনে, তারপরে বীরেন্দ্র আচার্যের বাড়ি। কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাবার কথা মনে হল। সেই তাঁর মার বাড়িতে এসে আলুভাতে খাওয়া অনেক বেলায়। তাঁর ছেলেকে গলায় ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে গেল লোকেরা। বাবা আজ কোথায় ?

কলেজে সভা।

২৪শে জুলাই, ১৯৫০। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৭ সোমবার।

সকালে ট্রেনে কলকাতা। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের সঙ্গে আলাপ। S.D.O.-র কাছে এলুম Permit-এর জন্যে। সুনীতিবাবুর বাড়ি রাত্রে এক ফরাসী সাহেব এল।

২৫শে জুলাই, ১৯৫০। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

সকালে সুনীতিবাবুর বাড়ি গেলুম পায়ের ব্যথা নিয়ে। সেখানে খাই। ২টার পরে বিভাস ও আমি চলে আসি। মনোজের গাড়িতে বাসা।

২৬শে জুলাই, ১৯৫০। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। বুধবার।

সকালে ট্রেনে ও বাসে বাড়ি।

২৭শে জুলাই, ১৯৫০। ১ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

বাড়ি থাকি। লিখি।

২৮শে জুলাই, ১৯৫০। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

বাড়ি থাকি। অমিয় নিমাই চরিত পড়ি।

২৯শে জুলাই, ১৯৫০। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। শনিবার।

অমিয় নিমাই চরিত পড়ি।

৩০শে জুলাই, ১৯৫০। ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। রবিবার।

পা ভালো না। ফোড়া হয়েচে। থাকি কোনোরকমে।

৩১শে জুলাই, ১৯৫০। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৭। সোমবার।

পা অনেকটা ভালো [।] লিখি।

অমিয় নিমাই চরিত পড়ি।

১লা আগস্ট, ১৯৫০। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

লিখি। ফোড়া হয়েচে। জাহানারা বেগমের পত্রের উত্তর দিই।

২রা আগস্ট, ১৯৫০। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ ফোড়া।

৩রা আগস্ট, ১৯৫০। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

স্কুলে গেলুম অতি কষ্টে।

৪ঠা আগস্ট, ১৯৫০। ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৭ বুধবার।

আজও স্কুলে গেলুম কষ্টে। বুকে ফোড়া—সেই কার্বাঙ্কল। বাঁওড়ের ধার দিয়ে পথ। আসবার সময় বৃষ্টি হল। একটা চালাঘরে দাঁড়ালুম। অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম কালো মেঘের বাঁওড়ের ধারের বুনোপাড়ার সেই মোড় থেকে। জীবনে কখনো সেখানে যাইনি। কালো কাজল মেঘ, ঘন সবুজ তাল, বট, ঘাস, গাছপালা। বাবলু বল্লে—কি এনেছিস্ ?রসগোল্লা খেয়ে খুব খুসি। শুয়ে শুয়ে হাসায় আর বলে—বাবা, চালকুমড়ো খাবি ?আর হাসে। শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় উঠে ঠেস-দেওয়ালে বসে ভগবানের নাম করি।

৫ই আগস্ট, ১৯৫০। ২০শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। শনিবার।

শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় সেই অপূর্ব শান্তির পরে সকালে বেশ ভালো। আজ সারাদিন বাড়ি। বাংলা পড়লুম। রাজকুমারবাবুর বাড়ি চা খেয়ে তাঁর 'শ্রীরাধা স্তব' শুনি। নদীতে আমাদের সাবেক ঘাটে নাই। বাবলু আর আমি শুয়ে বলি—কুমড়ো খাবি ?কাঁচকলা খাবি ?আর খুব হাসি।

৬ই আগস্ট, ১৯৫০। ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ সকালে শিশিরস্নাত শরতের প্রভাত যেন। দোদুল্যমান লতা। বিহঙ্গকাকলী। বিকেলে আমাদের ঘাটে থলে পেতে বসে ভগবানের নাম মনে আনি। নদী কূলে কূলে ভরা।

বাবলুকে নিয়ে কামারবাড়ি যাইনি বলে তার কি কান্না। এসে দেখি ঘুমুচ্চে। অনেক রাত্রে আমায় বলচে—বাবা, তুমি আমায় কামারবাড়ি নিয়ে যাও না ?বাবলুকে নিয়ে সকালে কল্যাণী, ফুচু ও আমি নাইতে গেলুম। একটা নীল ফুল তুলি বাবলাতলার ঘাটে।

৭ই আগস্ট, ১৯৫০। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। সোমবার।

সকালে উঠেই বাবলু আমায় বলেচে—আমায় তুমি কামারবাড়ি নিয়ে যাওনি ?বাবলু এক খেলা বার করেচে—পেঁপে খাবি, সজনের ডাঁটা খাবি ?কামারবাড়ি বেড়াতে গেলুম বাবলুকে নিয়ে। সে খানিক পরে বাড়ি আসতে চাইলে, কালো গাংগুলির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলুম।

৮ই আগস্ট, ১৯৫০। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

পা মচ্‌কেচে ১ মাস ২ দিন। এখনো পায়ের ব্যথা আছে। ভালো হাঁটতে পারিনে। সকালে কি সুন্দর বর্ষাস্নাত বনভূমি ও লতার শোভা ! ভগবানের নাম সহজ ও সরল। বাবলু, ফুচু, চপি, রবি, চন্দনকে নিয়ে নাইতে গেলুম বনসিমতলার ঘাটে। খুব বৃষ্টি এল দুপুরে। কামারবাড়ি গিয়ে রাজকুমারবাবুর সঙ্গে গল্প করি। বাবলু ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রে আর ওঠে না। আমরা বসে গল্প করি।

৯ই আগস্ট, ১৯৫০। ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। বুধবার।

পায়ের ব্যথা আজও সারেনি। সারাদিন বর্ষা। ঘর দিয়ে জল পড়চে। বাবলু আমার সঙ্গে খেলা করেচে। বলে, তোমাকে কামারবাড়ি যেতে দেবো না। তুমি শোও এখানে। নালির জলে স্নান করি।

১০ই আগস্ট, ১৯৫০। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

সকালে ধারা শ্রাবণ। স্কুলে গেলুম বাঁওড়ের বাঁকো (?)দিয়ে। স্কুলে 'রেনি ডে'র ছুটি। অনেক বিলম্ব করে চলে এলুম।

১১ই আগস্ট, ১৯৫০। ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজও স্কুলে গেলুম। বাঁওড়ের ধার দিয়ে চলি। বাবলু কালকার মতো ছুটে গেল। বল্লে— পোঁটলায় কি রে ?

—মাছ !

—না, কি রে ?আমার হাতে দে। ও নিয়ে গেল হাত থেকে। স্কুলে বিনোদবাবুর স্মৃতিকথা পেলাম। দমদমে মিটিং-এর টাকা দিয়ে গেল। সিঙ্গাড়া রসগোল্লা নিয়ে এলুম।

১২ই আগস্ট, ১৯৫০। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ সারাদিন বিনোদবাবুর স্মৃতিকথা পড়লুম। নদীতে অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে স্নান করলুম। সন্ধায় বেড়াতে গিয়ে কামারবাড়ি ভগবানের কথা নিয়ে একজন তর্ক করল।

১৩ই আগস্ট, ১৯৫০। ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ লিখি। বৃষ্টি হয় নি। বাবলুকে নিয়ে চলি, ও আমি নাইতে গেলুম। সুন্দর বাবলার ফুল ফুটেচে। খুব জল বেড়েচে। ঘোলা হয়েচে খুব। ফণি চক্কত্তির বাড়িতে গেলুম। ভগবানের আবির্ভাব সর্বত্র।

১৪ই আগস্ট, ১৯৫০। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৭ সোমবার।

আজ লিখি ও যাওয়ার জন্যে জোগাড় করি। সন্ধ্যাবেলা বাবলু ঘুমিয়ে পড়ল আজ। কামারবাড়ি থেকে এসে দেখি ও ঘুমিয়ে পড়েচে।

১৫ই আগস্ট, ১৯৫০। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। মঙ্গলবার। কলিকাতা—বারাকপুরে

আজ সকাল ন'টার ট্রেনে বাবলুদের নিয়ে কলকাতা। বাসে কলকাতায়। বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করি। স্মৃতিকথার লেখক। রাত্রে নীহার রায়, প্রবোধ সান্ন্যাল ও আমি তিনজনে বালিগঞ্জ।

১৬ই আগস্ট, ১৯৫০। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। বুধবার।

সকালে উঠে চলে এলুম। পুকুরে নেয়ে আসি। ওকে চাঁদমারিতে বেড়াতে নিয়ে গেলুম।

১৭ই আগস্ট, ১৯৫০। ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার। বারাকপুর

আজ বাড়িতে মনসাপূজা। অনেক লোক এল ও খেলে। 'মাইকেল মধুসূদন' ছবি দেখতে গেলুম কল্যাণী, বাবলু, আমি ও শচীন। বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন লাল আলো চারিদিকে জ্বলচে, ভাঙবার ভিড়ে আমি ওকে ঘুম থেকে ওঠাই। অবাক হয়ে গেল চারিদিকে চেয়ে।

১৮ই আগস্ট, ১৯৫০। ১লা ভাদ্র, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজ সকালে অন্ন ও আমি ৬টার ট্রেনে গোপালনগর স্কুল। স্কুল করি। বোর্ডিং-এ খাই। যখন মুখ ধুচ্চি তখন বড় ভালো লাগে। সবুজ লতাপাতা, ফাঁকা মাঠ। বিকেলের ট্রেনে ফিরে এলুম।

১৯শে আগস্ট, ১৯৫০। ২রা ভাদ্র, ১৩৫৭। শনিবার। বারাকপুর [।]

সকালে তেতলার ঘরে লিখচি, বাবলু এল। খোকার কাছে নিয়ে চলো—সে বলেচে। সকালে ওকে নিয়ে ইছাপুরে প্রমথ জোয়ারদারের বাড়ি গেলুম। চা খাওয়ালে। ওকে নিয়ে ফিরে নাইতে গেলুম দুপুরে। তারপর বিকেলে ওকে নিয়ে মামারবাড়ি। ছোটমাসিমা ওকে খুব আদর করেন।ঘুমিয়ে পড়ল স্টেশনে বসে। নির্ভরতা কি অমন আছে আমাদের ভগবানের ওপর ?এই অপরিচিত সন্ধ্যায় ও দেখি অঘোরে ঘুমুচ্চে সকল ভাবনা বাবার ওপর ফেলে। এও একটা প্রেম।

২০শে আগস্ট, ১৯৫০।৩রা ভাদ্র, ১৩৫৭। রবিবার।

সকালে লিখি তেতলার ঘরে। তারপর ১।।০ টার লালগোলা প্যাসেঞ্জারে দমদম, গোরাবাজার। অধ্যাপক কালীপদ সেনের বাড়িতে গিয়ে ওঠালে। সভা হল বি, বি, দত্ত, এলেন। জনার্দন চক্রবর্তী ছিলেন সভাপতি, আমি প্রধান অতিথি। খুব বক্তৃতা হল। সভান্তে কালীপদবাবুর বাড়ি রাত্রিযাপন করি ও রাত ১টা পর্যন্ত ভগবানের ও নানা কথা বলি। ওদের খবরের কাগজ পড়ি।

২১শে আগস্ট, ১৯৫০। ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৫৭। সোমবার। দমদম—বারাকপুর

সকালে খুব জলখাবার খাইয়ে বাসে উঠিয়ে দিয়ে গেল। টিকিট করে দিয়ে গেল দেবব্রত। ব্যারাকপুর এসে বাবলুকে দেখে মনটা ঠাণ্ডা হল। অনেকক্ষণ বসে আছি। ও মার ঘর থেকে বেরোয় না। হঠাৎ খুকুর কোলে উঠে ও দেখি আসচে। ও আমায় দেখে অবাক, পরক্ষণেই কি খুসি ! আমিও যেন বাঁচলাম। পুকুরে ওকে নিয়ে স্নান করে আসি।

২২শে আগস্ট, ১৯৫০। ৫ই ভাদ্র, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

সকালে উঠে ছাদে বসে আছি, বাবলু এসে হাজির হল। বসে কিছু পরে কলিকাতা সজনীর বাড়ি। সেখানে ব্রজেনরা উপস্থিত। খুব গল্প। বল্লে—তুমি প্রেমিক কিনা, তাই। দোকানে গিয়ে কি করবো, গেলুম পিসিমার বাড়ি। অত বেলায় এলুম, পিসিমা খেতেও বল্লেন না। দোকান এসে দেখি গজেনবাবু বসে। ঘাটশিলার রেল ভাঙা সেকথাও শুনলুম। বাবলুর জন্যে মন খারাপ। কাল ওকে রেখে চলে যাবো ১৯।১২|১৬ দিনের জন্যে। বাসে চলে এলুম। বাবলুকে আপেল ও টফি দিলুম। বাবলু আপেল খেয়ে বললে—আমড়া।

২৩শে আগস্ট, ১৯৫০। ৬ই ভাদ্র, ১৩৫৭ বুধবার। ব্যারাকপুর—ব্যারাকপুর

সকালে বাবলু ছাদে গিয়েচে আমাকে খুঁজতে। বসে চা খেলে। আমার আনা পাঁউরুটি থেকে ওকে চিঁড়ে দই দিয়ে খাইয়ে দিলুম। স্টেশনে আমার সঙ্গে এসে ওর কি কান্না ! বাবা তোমার সঙ্গে গাড়িতে করে যাবো। আমার জামা আঁকড়ে ধরল। নির্মমভাবে জোর করে ছাড়াতে সে কি কষ্ট আমার ! জীবনে কখনো ওর ওপর অমন নির্মম হইনি। ওর কান্নায় প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হতে লাগল। আমারও কান্না পেলে। আসাম মেলে আসছিলাম, কেবল বাবলুর কথা মনে হতে লাগল। থাকতে পারবো কি ওকে ছেড়ে এতদিন ?সুধীরদার বাসায় চা খেয়ে বাড়ি এসে রাজকুমারবাবুর সঙ্গে গল্প করি।

২৪শে আগস্ট, ১৯৫০। ৭ই ভাদ্র, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ বারাকপুরে। শুধু বাবলু আর কল্যাণীর জন্য মনটা ছটফট করচে। মানকুকে এখানে আনবো বাবলুর সঙ্গে। বৃষ্টি নেই। শীত-শীত। স্কুল। চা খেয়ে বাড়ি আসি সুধীরবাবুর বাড়ি থেকে। বাড়ি এসে কিছুক্ষণ বসি। রাজকুমারবাবুর বাড়ি যাই।

২৫শে আগস্ট, ১৯৫০। ৮ই ভাদ্র, ১৩৫৭। শুক্রবার।

বাবলুর নানা কথা সর্বদা মনে হয়। চেপে রেখেছি। মানকুর সাথে অন্য লোকে শুচ্চে দেখে সহ্য করতে পারি না। নাইতে গিয়ে শীত করতে লাগল। স্কুলে যেতে বড় কষ্ট। গায়ে হাত ব্যথা। স্কুলে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমুই। আসবার সময় দৃশ্য বড় ভালো। কেমন চমৎকার জ্যোৎস্না উঠল।

রাজকুমারবাবুর অসুখ। গিয়ে চলে এলুম।

২৬শে আগস্ট, ১৯৫০। ৯ই ভাদ্র, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ কি সুন্দর সকালটি ! পাখি ডাকচে। এই প্রভাতের ভগবানের নাম যেন সবাই করে। এসে লিখি। নদীতে খুব জল বেড়েচে। বিকেলে নৌকোর ওপর গিয়ে বসলুম। ভাবলুম, এ সব কার জন্যে করেচ ভগবান, কে দেখচে ?এই সুন্দর মেঘমালা, ওপারে অই বনকলমীফুল, এই সুন্দর নদীজল, এই অদ্ভুত বিকাল ওই মাকালফলের দুলুনি—কি অদ্ভুত তোমার শিল্প ! রাজকুমারবাবুর অসুখ। অমৃতকাকার বাড়ি গিয়ে বসে ভগবানের কথা শুনি।

২৭শে আগস্ট, ১৯৫০।১০ই ভাদ্র, ১৩৫৭। রবিবার।

সকালটি অতি সুন্দর। বাবলুর জন্যে মন খুব খারাপ। বাবলু ও মানকুকে নিয়ে আসবো এখানে ভাবচি, স্নান করার সময় মাকালফল দেখলাম। বিকেলে আবার গেলুম—কিন্তু ভালো লাগে না।জ্যোৎস্না রাত্রে আবার গেলুম। আজ পূর্ণিমা। চমৎকার জ্যোৎস্না। কিরণের কাছে গিয়ে ব্যবসার গল্প শুনি। কল্যাণীর কথা মনে হয় খেতে গিয়ে। এরা রাঁধতে পারে না। সে কত বেশি তরকারি দিত। সাঁইবাবলা গাছ দেখে কল্যাণীর কথা মনে হয়। দুজনে নাইতে আসতাম।

২৮শে আগস্ট, ১৯৫০। ১১ই ভাদ্র, ১৩৫৭। সোমবার।

ভগবান প্রেমময়। তিনি নির্লিপ্ত নন, তিনি বাবা ও মা ! একাধারে তিনি নির্লিপ্ত যে বলে সে mad—তিনি নির্লিপ্ত হোলে জগৎ উড়ে যেত।

সকালে লিখি। অনেক বেলায় নাইতে গেলুম। বাবলুর জন্যে মন খুব খারাপ। ওদের নিয়ে আসবে [আসবো]। মাকালফলের কি শোভা হয়েচে। বনকমলী ফুটেচে। একটা বাবলার ডালে ফুলের কি শোভা, নত হয়ে আছে জলের ধারে। আবার বিকেলে আমাদের ঘাটে গিয়ে বসি। ওপারে বনকমলীর ফুল। পাখি ডাকচে। লতা দুলচে পারের ঝোপে বনে। ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। রাণাঘাট থেকে দুটি ছেলে ও বনগাঁ থেকে ২টি ছেলে এল। মামার বাড়ি গল্প করি কিরণের সঙ্গে। কল্যাণী কেমন পরোটা করত, আর কেউ তেমন পারে না। ওকে আর বাবলুকে নিয়ে আসবো ভাবচি [।] তেলাকুচো পেকেচে।

২৯শে আগস্ট, ১৯৫০।১২ই ভাদ্র, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

অতি সুন্দর প্রভাতটি। আর বছরও এখানে ছিলাম এমনি সময়। বাবলুর জন্যে ছটফট করেছি। সকালে বসে লিখি। নদীজল কূলে কূলে ভরা। বনসিমতলার ঘাটে ডুমুর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্নান করি। কি অপূর্ব মহাসৌন্দর্য শিল্প, ওপারে বনকলমী, নীল আকাশে মেঘমালা, বনের ডালে ডালে কত বনের পাখি, কত প্রজাপতি, তেলাকুচো ফল পেকেচে ঝোপে ঝোপে। স্নান করে উঠে ঘাটের ওপরের ঝোপের নিবিড় ছায়ায় দাঁড়াই তেলাকুচো ফুল ও পাকা তেলাকুচোর মধ্যে। পাকা মাকালফল দেখি মাঠের মধ্যে মাকাললতায়। বিকেলে অমূল্য মুহুরির বাড়ি যাই কতকাল পরে। বাবলুকে দেখালুম টিমবোর মাথা। কামারবাড়ি গিয়ে গল্প করি।

৩০শে আগস্ট, ১৯৫০। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৫৭। বুধবার।

সকাল থেকে মেঘ বৃষ্টি। শরৎকালী দাদুর জমি ভাগ হল। নাইতে গিয়ে ওপারে বনকলমী দেখি আর স্নান করি। একটা গান হল। মাকালফল দেখচি, জীবনের মা বল্লে, মাকালের ভেতর কালো, পাখিতেও খায় না—তেত। এতদিন পরে আমার মন হল মহা wisdom এ—ভগবান কত বড় wise. খাদ্য হোলে আর এ বর্ণ আমরা গাছে দেখতে পেতাম না। Ornamental fruit হোত না। কচি অবস্থা থেকে লোকে খেত। পাখিতে খেত। এ শোভা কেউ দেখতে পেত না।

বাবলুর চিঠি এল মানকুর চিঠি এল। কি আনন্দ ! মহা আনন্দে রাধু কামারের গল্প শেষ করেফেললাম। নদীর ওপর নৌকায় বসলুম ৩ ঘণ্টা সন্ধ্যা পর্যন্ত। পরে বীণা, অন্ন, নতুদের picnic-এ খিচুড়ি খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি এলুম। খুব জ্যোৎস্নারাত্রে।

৩১শে আগস্ট, ১৯৫০। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে বাঁশবনের বর্ষাসিক্ত মটরলতা ও গাছপালার স্নিগ্ধতার মধ্যে ভগবানের শোভা দেখি। মাকালফলের ও তেলাকুচোর লতার কি সুষমা ও পেলব ভঙ্গি আমাদের ঘাটে ! মান্কু নেই এখানে, খেয়ে সুবিধে হচ্চে না। ওর মতো অত তরকারি এরা দ্যায় না, খেয়ে তৃপ্তি নেই। স্কুল। ভীষণ ভন্না বর্ষা স্কুলে। বাড়ি এসে রাজকুমারবাবুর বাড়ি গল্প করি।

অনেক রাত্রে কেমন জ্যোৎস্না উঠল। এ ক'দিন বাবলুর জন্যে মনটা ছটফট করচে। ওর মুখ যেন ভুলে গিয়েছি। ওকে ছেড়ে এতদিন থাকা যায় না।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৫৭। শুক্রবার।

সকালে বৃষ্টিস্নাত বাঁশবনে ভগবানের নাম করি। রাত ৪টার সময় একবার উঠেছিলুম। কখন ভোর হবে ?কখন বলতে পারবো আজ বাবলুর সঙ্গে দেখা হবে ?আজ ওবেলা ?

সন্ধ্যাবেলা যখন যাচ্চি ওর কাছে, তখন মনে হচ্চে আকাশের নক্ষত্র এই জন্যেই আজ ছিল।

ও তখনো ঘুমুই নি [ঘুময়নি]। নিচে বেড়াতে গিয়েচে—আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলে। কত গল্প। কত কথা। মাকালফল দেখে কত খুশি।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৫৭। শনিবার।

পরদিন সকালে উঠে লিখি। ও বসে থাকে কাছে। ওকে নিয়ে নাইতে যাই দুপুরে। সেখানে ও কত গাড়ি দেখে। বিকেলে মিটিং করতে যাই দমদমা। ২ ঘণ্টা ধরে, তত্ত্বের আলোচনা লোকজনের সঙ্গে। নির্মলদা এলেন। রাত্রে মোটরে করে দুজনে কলকাতা। মোটরের তেল নেই। আমাকে পৌঁছে দিলে হ্যারিসন রোড। রাত তখন ১১টা। মহা মুশকিল—কোথায় যাই এত রাত্রে। ব্রজেশ্বরের বাড়ি শুয়ে থাকি।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৭। রবিবার।

সকালে উঠে ব্রজেশ্বরের বাড়ি হাতমুখ ধরে ট্রামে বালিগঞ্জ। পার্ক সার্কাসের মোড়ে ট্রাম আর আসে না। আধ ঘণ্টা পরে সারি সারি ট্রাম আসচে। কানুমামার বাসায় চা। শুকদেব ও মায়াদির সঙ্গে গল্প। গজেনের বাড়ি ঢাকুরিয়াতে। সেখানে জমি দেখচি, আমার ছবি বেরিয়েচে কাগজে, ওরা দেখালে। উঠলুম ট্রেনে। বারাকপুরে এসে দেখলুম বাবলু ও ওর মা ঘুমুচ্চে। উঠে এল আমার কাছে। সঙ্গে নিয়ে ট্রেন দেখাই। ছাদে শচীন ও মায়াদির সঙ্গে গল্প। আজ কল্যাণী চুড়ি পেয়ে সত্যি খুসি। কেবল বলতে লাগল, বলো তোমাকে রেখে যেন চুড়ি পরে যাই। তুমি না হোলে কে এমন দিত ?১০০০৲ টাকা খরচ করে ?আজ ওর জন্মদিন। বাবলু সাষ্টাঙ্গে আমাদের নমস্কার করে [।]

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১৮ই ভাদ্র, ১৩৫৭। সোমবার। ব্যারাকপুর—ব্যারাকপুর

আজ রাত্রে রাজেন্দ্রলাল আচার্যের বাড়ি গেলুম। সেখানে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যায় বাবলুকে স্টেশনে নিয়ে বেড়াই। কত গল্প করে। সারাদিন আমার সঙ্গে।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১৯শে ভাদ্র, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

অকালে ট্রেনে চলে এলুম। বাবলু তখন ঘুমুচ্চে। রাণাঘাট এসে কোর্টে S.D.O.-র সঙ্গে দেখা। খুব ভিড় মুসলমানদের। একটা গাছতলায় এক উকিলের সঙ্গে বসি। কত লোকের কত দুঃখ।ইচ্ছে হয় সব দুঃখ মোচন করে দিই। এই কোর্টর [কোর্টের] বারান্দায় বসে কাজ করতে পারি সারাজীবন শুধু পরের উপকার করে। স্বার্থ দরকার নেই। উঠে এসেচি, ওয়েটিং রুমে গণেশ এল। ট্রেন ধরে গরুর গাড়ি করে বাড়ি। নদীতে সাঁতার দিই। বীণা অর্চনা দেখি ঘাটে গল্প করচে। সাঁতার দিয়ে এপারের ঘাটে এলুম। খুড়োর অসুখ। তাকে দেখি। রাজকুমারবাবুর সঙ্গে গল্প করি।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২০শে ভাদ্র, ১৩৫৭ বুধবার।

অপূর্ব সকালটি। স্বামী অভেদানন্দের Life Beyond Death বইটি পড়ছিলুম। সেকেলে বই। দুপুরে শান্ত চিঠি নিয়ে এল। বনগাঁ কলেজে Lecture করেচে। বাসে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করি। সুরেনের বাসায় গেলুম। সন্ধ্যার বাসে ফিরে নদীতে স্নান করে এলুম—তখন নক্ষত্র উঠেচে। বড় গরম আজ। ইছামতীর জল কমে যাচ্চে।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।২১শে ভাদ্র, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

সকালে অপূর্ব সুন্দর রোদ। বাঁশবনে পাখির ডাক। নাইতে গেলাম। নেয়ে এসেই স্কুলে। সকালে সকালে ছুটি হয়ে গেল, কারণ একটি ছেলের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েচে। S.D.O. এল, মিটিং হল। সকাল সকাল বাড়ি এসে নদীর ধারে গিয়ে বসি ও স্নান করি। চলে এলাম ও রাজকুমারবাবুর বাড়ি বসে গল্প করি। আজ দিনটি ভালো।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২২শে ভাদ্র, ১৩৫৭। শুক্রবার।

সকালে উঠে চমৎকার রোদ। আজ কি সুন্দর দিনটি ! আজ বাবলুর সঙ্গে দেখা হবে। দিন যেন আর কাটে না। স্নান করে আসবার সময় মাকালফলের ঝোপে টুকটুকে মাকালফলের পেছনে বসে আছে মাকাললতার ছায়ায় একটি ছোট্ট পাখি। নীল আকাশের তলায় কি সুন্দর ডাক ডাকচে ! শিস দিচ্চে, গান গাইচে, কি সুন্দর idea !এমন পাখি থাকবে, এমন গাছ থাকবে, এমন নীলাকাশ থাকবে।

স্কুল থেকে স্টেশনে। শান্তও এল। তারপর রাণাঘাটে এসে বহুক্ষণ অপেক্ষা করি। এসে পৌঁছে বাবলুকে নিয়ে ছাদে বসি।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৫৭। শনিবার।

কোথাও যাইনে। লিখি। বাবলু ও আমি গল্প করি। বিকেলে বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে যাই স্টেশনে। বড় গরম। ছাদে বসি।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ সকালে লিখি। দুপুরে একটু শুয়েছি তো বাবলু একবার ওপরে একবার নিচে এই করচে। নিচে থেকে বেড়াতে যাবার সময় মাকে বল্লে—মা পাশবালিশটা গুছিয়ে রাখো—আমার সঙ্গে স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে বাবলু টফি আর কলা কিনে খায়। তারপর ছাদে—

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২৫শে ভাদ্র, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ বিকেলে কলকাতায়। কানুমামার বাসায়। ভীষণ বৃষ্টি। মোটর ভাড়া করে আসি। প্রমথ বিশী, গজেন সবাই। ট্যাক্সি জলে আটকে গেল। ঠেলতে হল রাসবিহারী এভিনিউ পর্যন্ত।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২৬শে ভাদ্র, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

সকালে চলে এলুম গজেনের বাড়িতে খেয়ে। বাবলুকে নিয়ে খেলা করি।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৫৭। বুধবার।

আজও বাড়িতে থেকে লিখি সারাদিন। ভীষণ বৃষ্টি।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ২৮শে ভাদ্র, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে না খেয়ে কলকাতা। ভীষণ বৃষ্টি। গিরিন সোম ১০০৲ টাকা দিলে। খেলাৎ স্কুলের পণ্ডিত জ্যোতিষী হয়েচে—তার দোকানে বসে সব শুনলুম [—] পুরোনো মাস্টারদের মধ্যে যতীন আছে দমদমায়। নুরুল হক মৌলবী হুগলী। রামবাবু বড় চাকরি করচে। বিরাজ চাকলাদার। উকিল ম্যাজিস্ট্রেট। ফণিবাবু বর্ধমান রাজস্টেটে ৭। ৮০০৲ টাকা মাইনে পাচ্চে। ভীষণ বৃষ্টি। জেনারেল প্রিন্টার্স-এ গেলুম। ৫০৲ টাকা দিলে। চলে এলুম দোকান। গল্প। বাড়ি।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজ সকালে উঠে একপুকুর জলে স্নান করি। সুন্দর দৃশ্য। কল্যাণী ও বাবলুকে নিয়ে কলকাতা আসবো—ভীষণ বৃষ্টি। নিয়ে এলুম কলকাতায়। সন্ধায় জন্মদিনের অনুষ্ঠান। মনোজ, কালিদাস রায়, সজনী, সুবল, জাহানারা বেগম, বাণী রায়, ভক্তবাবু ও স্ত্রী, গজেন, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, ডাঃ তারক গঙ্গোপাধ্যায়—সবাই উপস্থিত। বাবার দশ টাকা দেওয়া মনে পড়ল। কতদিনের কথা—সেই খড়ের ঘরে জল পড়চে।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৫৭। শনিবার।

সকালে উঠে ঘাটশিলা রওনা। বেলু ও খোকা উঠিয়ে দিয়ে গেল। সারাপথ কল্যাণী ঘুমুল। বাবলু সারাপথ 'বাবা এ গাড়ির ইঞ্জিন কৈ ?''ও গাড়ি ছাড়চে না কেন ?' এই করতে করতে এল। খড়গপুর ছাড়িয়ে হঠাৎ ন'মাস পরে আজ সবুজ লতাঘাস, মুক্ত space ও শালবনের দৃশ্য দেখে মন কোথায় উঠে গেল। বারাকপুরের বাঁধাধরা মার্কামারা জমি নয়। রাস্তার দুধারে সবুজ বনানী। গিড্‌নি ছাড়িয়েই পাহাড় দেখলুম ন'মাস পরে। রাস্তার ধারে দ্বিজেনবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। সন্ধায় আড্ডায় দিলাম দ্বিজেনবাবুর বাড়ি। রেখা বাংলায় একদল জুয়াচোর ভাড়া নিয়েছিল, সে কথা হল।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৫৭। রবিবার।

সকালে বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে গেলুম দ্বিজুবাবুর বাড়ি। প্রথমে মনে হোত (১) যা কিছু নিজের সুবিধের জন্যে—পরলোক ইত্যাদি। (২) এখন মনে হয় বাবলুর জন্য। (৩) ভগবানের জন্যে আমার নিজের কোনো দরকার নেই।

দ্বিজুবাবুর পুকুরে স্নান করি। বিকেলে হেড্‌মাস্টারের বাসা।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১লা আশ্বিন, ১৩৫৭ সোমবার।

আজ বাবলুকে দিয়ে সকালে বেরুই। আমাদের পুকুরে স্নান করি। বিকেলে সবাই গেল সিনেমা দেখতে।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।২রা আশ্বিন, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজও সকালে পেছনে শরৎবাবুর জমি দিয়ে পাথরটাতে গিয়ে বসি। এখানে মুক্ত প্রকৃতি। বাবলুকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যাই। ও বলে—একটা পিয়ারা কিনে দাও—(প্যাঁড়া)। রমেশবাবুর ভাই টুলুর সঙ্গে গল্প করি।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৩রা আশ্বিন, ১৩৫৭। বুধবার।

সকালে শালবনে বেড়াতে গিয়ে মুক্ত space, বড় বড় পাথর, লতা, ফুলের বাহার ছলছল চলমান জলস্রোত, সামনের পাহাড় ও বনশ্রেণীর মধ্যে অনেকদিন পরে ভগবানের কথা চিন্তা করলুম।

বিকেলে স্কুলে মিটিং। হলডেন ও মার্টিন, সভাপতি ও প্রধান অতিথি। এখনো এ দেশে সাহেব-পুজো চলচে।

বাড়ি ফিরে কোথাও যাই না।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ পেছনের পাথরে ফুল-ফোটা ল্যানটানা গাছের আড়ালে বসে থাকতে আনন্দ হয়। সুরেন রায়ের বাড়ি যাই। বাবলু রোজ আমার সঙ্গে পুকুরে নাইতে যায়। বলে—বাবা, বেড়াতে খুব ইচ্ছে হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৫ই আশ্বিন, ১৩৫৭। শুক্রবার।

সকালে বেড়াতে গিয়ে বনের মধ্যে সেই পাথরখানার ওপর বসে পুরুষোত্তম ট্যান্ডনের নাসিক কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা পড়ি। বড় ভালো বক্তৃতাটি। জহরলালের প্রতি গভীর আস্থা কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের।

বিকেলে বাবলুর মা ও বাবলুকে নিয়ে ridge-এ নিয়ে বসে চা ও গজা খেলুম। মানকু Lake দেখে খুব খুসি। বল্লে—এমন সুন্দর জায়গা আছে ঘাটশিলায় ?ভীষণ মেঘ করে এল—কিন্তু বৃষ্টি এল বাড়ি পৌঁছে গেলে। প্রভাস দত্ত মারা গিয়েচেন, খবর পেলুম দ্বিজেনবাবুর বাড়ি বসে।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৬ই আশ্বিন, ১৩৫৭। শনিবার।

সকালে শরৎবাবুর বাঁধ। কোথাও বেশিদূর নয়। রামহরি দে দেখা করতে এল। বাবলু মাকে বলচে—লেখাপড়া করবি নে তো ভাত খাবি কি করে ?আমি ওকে নিয়ে পুকুরে নেয়ে এলাম রোজকার মতো। ও খুব খুসি। রামহরির বাড়ি গেলুম—সেখানে থেকে ফুলডুংরির ওপারে শালবনে গিয়ে বসলুম। সুদূরপ্রসারী ধানক্ষেত, সবুজ, সবুজ...মুক্তি...মুক্তি। ঘিঞ্জি নয় নোংরা নয়। ব্যারাকপুরটা বড় ছোট্ট ও ঘিঞ্জি। এখানে মুক্তি পায় মন ও চোখ। সুন্দর চাঁদ উঠলো। বাবলুকে নিয়ে বেরুলাম জ্যোৎস্নারাত্রে। সুরেশের বাড়ি গিয়ে গল্প করি। রমণীবাবু গল্প করলেন রাস্তায়। বড় বৈষয়িক।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৭ই আশ্বিন, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ সকালে বাবলুকে নিয়ে বেড়িয়ে এলুম খুব সকালে। বাড়ি ফিরে বাঁধে নেয়ে এলুম। গরম জিলিপি খেয়ে ও খুব খুসি। তারপর নেয়ে এসে লিখি। বাবলু বল্লে—তোকে বলচি চল—তো তুই যাবিনে—তা তুই দুষ্টুমি করবি—

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৮ই আশ্বিন, ১৩৫৭। সোমবার।

সকালে উঠে Ridge-এ গিয়ে বসে রইলুম। বড় চমৎকার জায়গা। পাখি ডাকচে, ফুল ফুটে আছে, ঠাণ্ডা। কতদিনের সখ। এতকাল পরে তা হল।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ৯ই আশ্বিন, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ সকালে অনেক লোক এল।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১০ই আশ্বিন, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ বিকেলে অজিতদের বাড়ি দিয়ে ঢাকাইপরোটা খাই। বাবলুর জন্যে নিয়ে এলুম।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১১ই আশ্বিন, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ বাবলুকে নিয়ে সাদা পাথরে বেড়াতে গেলুম।

বাবলু বল্লে—বাবা, আমাকে তুমি কাল (যদি) পুকুরে নিয়ে যাসনে—তাহলে আমি মারবো। অর্থাৎ আমাকে পুকুরে নিয়ে যেয়ো [।]

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১২ই আশ্বিন, ১৩৫৭। শুক্রবার।

সকালে Ridge-এ বেড়াতে গেলুম ও সেই শিলাখণ্ডে বসি। অসংখ্য পাখি ডাকচে। বাড়ি এসে বাবলু আমাকে নারকেল আর চিঁড়ে দিয়ে গেল। ওকে পুকুরে নাইয়ে আনলুম। অনেকদিন পরে Survival of Soul বইখানা বের করি ও পড়ি। দুপুরে পড়ি ও চিঠি লিখি।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ সকালে পেছন দিকে পাথরে বেড়াতে গেলুম। তারপর বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে যাই। সুরেন রায় ও আরো অনেকে এল।

বিকেলে Ridge-এ ও পাহাড়বনে কতকক্ষণ বেড়াতে গিয়ে সেই পুরনো ছোট নদীর ধারে বসি। বহুদিন পরে বসলুম। গত জানুয়ারি মাসে শেষ বসেছিলুম।

১লা অক্টোবর, ১৯৫০। ১৪ই আশ্বিন, ১৩৫৭। রবিবার।

আজও নদীর ধারের পাথরে বেড়াতে গেলুম। লেখাপড়া করি। নেমন্তন্ন ছিল মোহন বিশ্বাসের দোকানে সন্ধায়। বাবলুকে নিয়ে গেলুম। আসবার সময় ।০ আনা দিয়ে রিক্সা।

২রা অক্টোবর, ১৯৫০। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ বাবলুকে নিয়ে সাদা পাথরে বেড়াতে গেলুম সকালে। তারপর রোজ বলে—যমুনা তোমাকে একটা পান দিতে বলেচে। পান দিই। তারপর দ্বিজুবাবুর পুকুরে বাবলুকে নিয়ে নেয়ে আসি। খেয়ে স্কুলে যাবো, বাবলুর কান্না।

কিছুতেই যেতে দেবে না। স্কুলে সভাপতিত্ব করি গান্ধী জয়ন্তীর। ফিরে এসে বাবলুকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবে। সঙ্গে মুখুয্যে মশাই। বাবলু আর বেরুতে দিলে না।

৩রা অক্টোবর, ১৯৫০। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ সকালে Ridge-এ বেড়াতে গিয়ে ভারি আনন্দ পেলুম শিলাসনে বসে। Lantana ফুল ফুটেচে, নিবিড় অনুভূতি হল বনপাহাড়ের সৌন্দর্যের। মনটি আজ শান্ত। কাননপথে যাচ্চে চলি মহাশিল্পী পাগল বাবা। বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে গেলুম সাদা পাথরে বিকেলে।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫০।১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ সকালে বাবলুকে নিয়ে পাথরে যেখানে ফুল ফুটে আছে, সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাই। ল্যান্টানা ফুলের শোভা সর্বত্র। দুঃখের বিষয় গাছটা কেটে ফেলচে। এমন শোভা কেউ দেখে না।

বিকেলে বাবলুকে নিয়ে সাদা পাথরে বসি।

৫ই অক্টোবর, ১৯৫০। ১৮ই আশ্বিন, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

বাবলুকে নিয়ে Ridge-এ যেখানে ল্যান্টানা ফুল ফুটে আছে সেখানে বসি। রোজ ওকে নিয়ে নাইতে যাই। বিকেলে ওকে নিয়ে প্যাঁড়া কিনে খাওয়াই বিশ্রামের [?]দোকানে। তারপর আমি বেড়াতে গিয়ে সেই space-এর মধ্যে পাথরে বসি। এদিকে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি, সামনে কালাঝোর পাহাড়। সূর্য অস্ত যাচ্চে। আজ হাটবার। মনুখুড়ো বিড়ি বিক্রি করচে।

৬ই অক্টোবর, ১৯৫০।১৯শে আশ্বিন, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজ সকালে বাড়ির পেছনের Ridge-এ বেড়াতে গিয়ে ল্যান্টানা ফুলের কাছে বসলুম। বাবলুকে নিয়ে নাইতে গেলুম না—একা দ্বিজুবাবুর পুকুরে নাইতে যাই। বিকেলে বাবলুকে নিয়ে গেলুম [।]

৭ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২০শে আশ্বিন, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ সকালে লিখতে বসি। বাবলু কেবল আমার কাছেই থাকে। ওকে নিয়ে নাইতে যাই দ্বিজুবাবুর পুকুরে। ও আমার কাছে খুব মার খেলে পুকুর থেকে এসে। ঘুমিয়ে উঠে ওকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে গেলুম—নগেন মশাই বসে গল্প করেন।

৮ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২১শে আশ্বিন, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ সকালে মুখুয্যে মশায়কে নিয়ে Ridge-এ বেড়াতে গেলুম। সেই পাথরে বসি। বাবলু জানলা থেকে ২টি ফল তুলে দিলে। তা এই খাতায় রাখি।

মুখুয্যে মশায় আজ চলে গেলেন।

বিকেলে দ্বিজেনবাবুও বাড়ির মাঠে বসে চা ও মুড়ি খাই।

৯ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২২শে আশ্বিন, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ সকালে একা Ridge-এ বেড়াতে গিয়ে একটি অদ্ভুত জায়গায় বসলুম। অর্থাৎ যে পাথরে বসে সেদিন বাবলুর মা, বাবলু ও আমি চা খেয়েছিলুম। বিকালেও আবার ঐদিকে। বাবলু ঘুমুচ্ছিল। দ্বিজেনবাবুর বাড়ি বাবলু ও আমি যাই। বিনোদবাবুর বই 'রামকৃষ্ণ চরিত' এল।

১০ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২৩শে আশ্বিন, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ সকালে কোথাও গেলুম না। শৈল চক্রবর্তী এল বিকেলে। বাবলু আমার সঙ্গে ছিল। দ্বিজেনদা, দ্বিজেনদা বলে ডাকতে ডাকতে গেল।

শৈল চক্রবর্তী রাত্রে খেলে আমাদের বাড়ি।

১১ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২৪শে আশ্বিন, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ সকালে কোথাও গেলুম না। বাবলুকে নিয়ে পুকুরে নেয়ে আসি। বিকেলে শৈল চক্রবর্তীকে নিয়ে Ridge-এ। বিনোদবাবুর বই এল। আমি ও শৈলবাবু বিশ্রামের দোকানে বসে খাচ্চি, বাবলু ওর কাকার সঙ্গে সাইকেলে ফিরচে—আমি ডাকলুম, খানিকটা এসে আর এল না।

১২ই অক্টোবর, ১৯৫০।২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে Ridge-এ গেলুম। শৈল চক্রবর্তীকে নিয়ে দ্বিজুবাবুর বাড়ি।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২৬শে আশ্বিন, ১৩৫৭ শুক্রবার।

আজ সকালে Ridge-এ। অনেকক্ষণ ছিলাম। ফিরবার পথে শৈল চক্রবর্তী চলে গেল। আমাকে চা খাওয়ালে বিশ্রামের দোকানে। বিকেলে বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে গেলুম ও রেল লাইনের ধারে বসি। বাবলুবল্লে—তুই কোথাও যেতে পারবি নে, তোকে ঘাড় ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবো। অনেকক্ষণ পরে ছুটি পেলুম। দ্বিজেনবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২৭শে আশ্বিন, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ সকালে প্রমথ এল। Ridge-এ বেড়াতে গিয়ে ১টি নদীর ধারে গিয়ে বসলুম। বাবলুকে প্রমথর বাড়ি নিয়ে গিয়ে বসি। কানুমামা আজ এল না। বাবলুকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে গেলুম। বাবলু উল্টোপাল্টা বলে। সত্যি মিথ্যে কথা বলচি। সত্যি মিথ্যে।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ Ridge-এ গিয়ে বড় আনন্দ পেলুম। শালগাছের তলায় বসে সে কি ভগবানের কথা মনে আসা ! এমন কোনোদিন হয় না। হেডমাস্টারের বাড়ি গোপাকে দেখি ও ভগবান সম্বন্ধে একটি আর্টিকেল্ পড়ি। ভগবানকে বাদ দেওয়ার শাস্তি চারিদিকে। বিকেলে বাবলুকে [নিয়ে] বেড়াতে বেরুই। রিক্সা করে রাজবাড়ি গেলুম বাবলু ও স্বামিজীকে নিয়ে।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৫০। ২৯শে আশ্বিন, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ কানুমামার বাড়ি গেলুম। কানুমামা এল আমাদের বাড়ি। বিশ্বপতিবাবু এলেন। বাবলুকে দেখে বল্লেন—ভারি Intelligent ছেলেটি। বাবলুকে নিয়ে কানুমামার বাড়ি ও সেখান থেকে Ridge-এ। ও সেই পাথরে বসে বলচে এখানে মা চা খেয়েছিল। আমায় বলচে—কান ধরে বাড়ি নিয়ে যাবো। বলে কান ধরল। কানুমামা এসে ২ ঘণ্টা রইল বাড়িতে।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৫০। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ বাবলুকে নিয়ে বিকেলে কানুমামার বাড়ি গেলুম। সপ্তমীর দিন বিকেলে কানুমামার সঙ্গে বেড়াই। বিশ্বপতিদা এলেন আমার বাড়ি। হেডমাস্টারের বাড়ি চা-পার্টি।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৫০। ১লা কার্তিক, ১৩৫৭। বুধবার।

সকালে বেড়াই কানুমামার বাড়ি। বিকেলে এঁদেলবেড়ায়। কানুমামার এটর্নি বন্ধুরা গেল। প্রমথ বিশী বসল পাথরে। বসে আলোচনা। সকাল সকাল বাড়ি চলে এলুম। মহাষ্টমীর আরতি দেখতে কল্যাণী ও বৌমা গেল বাবলুকে নিয়ে। একা বাড়িতে বসে আছি। অনেক লোক দেখা করতে এল।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৫০। ২রা কার্তিক, ১৩৫৭। বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠে অমরবাবু ও বন্ধুদের নিয়ে মুকুলের লরিতে সুরুজল অর্থাৎ ধারাগিরির ওপরে ঘন জঙ্গলময় স্থানে। অপূর্ব জঙ্গল ও পাহাড়ের দৃশ্য। ফিরে এলুম। বাবলু খাচ্চে। আমায় ছুটে এসে ধরলে। বাবলু উল্টো কথা বলে। যেমন বল্লে—আমি কুকুর কেন ?অর্থাৎ আমি কি কুকুর ?কানুমামারা গিয়ে আড্ডা সন্ধায়। এক ভদ্রলোক ছিলেন কলকাতার।

২০শে অক্টোবর, ১৯৫০। ৩রা কার্তিক, ১৩৫৭। শুক্রবার।

আজ কানুমামার বাড়ি গিয়ে বসি। ডাকবাংলার সেই ভদ্রলোক এল। ওখানে বসে রইলুম অনেকক্ষণ।

২১শে অক্টোবর, ১৯৫০। ৪ঠা কার্তিক, ১৩৫৭। শনিবার।

আজ কানুমামার বাড়ি খুব আড্ডা। বাবলু আমাকে ছাড়ে না। ওকে নিয়ে বেশি দূর যেতে পারলুম না। কানুমামাকে নিয়ে মাস্টারনীদের কাছে সন্ধ্যাবেলা।

২২শে অক্টোবর, ১৯৫০। ৫ই কার্তিক, ১৩৫৭। রবিবার।

আজ প্রবোধ এল। তার সঙ্গে খুব বেড়াই। ওর 'মহাপ্রস্থানের পথে' সিনেমা হচ্চে শুনি।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৫০। ৬ই কার্তিক, ১৩৫৭। সোমবার।

আজ সকালে ওদের নিয়ে ধারাগিরি সরুজল। খুব ঘন বনের মধ্যে গিয়ে বসি। কি ফুলের মেলা !

২৪শে অক্টোবর, ১৯৫০।৭ই কার্তিক, ১৩৫৭। মঙ্গলবার।

আজ খুব বেড়ানো গেল প্রবোধের সঙ্গে।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৫০।৮ই কার্তিক, ১৩৫৭। বুধবার।

আজ ওবেলা ডাক্তারের বাড়ি জন্মদিনের অভিনন্দন হল। প্রবোধ সান্ন্যাল আবৃত্তি করলে। অনেক লোক ছিল। জ্যোৎস্নারাত্রে ওখান থেকে বেড়িয়ে চলে এলুম বাসায়।

১৯৫০ সালের দিনগুলিতে বর্ণিত
ব্যক্তি, স্থান ও ঘটনার টিকা

১. বাবলু : বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. মৌভাণ্ডা ঘাটশিলা : অথবা মৌভাণ্ডার। ঘাটশিলা শহরের বাণিজ্যকেন্দ্র। বিহারের সিংভূম জেলার শহরে লেখকের বাড়ি ছিল, এখনো আছে। 'গৌরীকুঞ্জ' নামে এই বাড়িতেই লেখক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৩.মনোজ : সাহিত্যিক মনোজ বসু।

৪. কল্যাণী : বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক 'কল্যাণী' নামে ডাকতেন।

৫. শ্রীপল্লী : লেখকের স্বগ্রাম বারাকপুরের উপান্তে গড়ে ওঠা নতুন জনপদ।

৬. নরেন মিত্র : সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

৭.চারুশীলা দেবী শাশুড়ি। : মেদিনীপুরের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। লেখকের শ্যালিকা বেলা দেবীর

৮. টিমো্বর মাথা আকৃতি হয়ে : কাল্পনিক জুজু। বাগানে বিশেষভাবে গাছের ডাল কাটার জন্য এমন অদ্ভুত থাকবে। শিশুপুত্রকে শান্ত করার জন্য লেখক এই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৯. কালিদাস : কবিশেখর কালিদাস রায়।

১০. লালগোলার মহারাজ : ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

১১. স্মরজিৎ : স্মরজিতকুমার সরকার, গোপালনগর স্কুলে লেখকের সহকর্মী।পরে প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন।

১২. নুটু : লেখকের ভ্রাতা চিকিৎসক নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩. 'অনশ্বর' তারাদাস : এই উপন্যাস অসমাপ্ত রেখে লেখকের মৃত্যু হয়। পরে শেষ করেন তাঁর পুত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাকারে প্রথমপ্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ই জুলাই।

১৪. মাকালফল অধিকার : লেখক ও তাঁর পুত্রের নিভৃত খেলার জগতে মাকালফল একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান করেছিল। বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্যকৃতিতে মাকাল, তিৎপল্লা, ঘেঁটু, এড়াঞ্চি, বন্যে বুড়ো,নাকজোয়াল ইত্যাদি অনাদৃত ফলফুল ছড়িয়ে রয়েছে।

১৫. ল্যান্টানা : Lantana canara, বিভূতিভূষণের প্রিয় ফুল। প্রচলিত নাম পুটুস্বা রেললতা।

১৬. শৈল চক্রবর্তী : লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর ভ্রাতা।

১৭. বৌমা : বিভূতিভূষণের ভ্রাতৃবধূ ও জীবনীকার যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

[এটি লেখকের শেষ দিনলিপি, সেদিক দিয়ে গভীর তাৎপর্যবাহী। ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত দিনলিপি লিখেছেন, ১লা নভেম্বর রাত ৮.১৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। ছোট ছোট বাক্যের ভেতর দিয়ে পরিণত চিন্তা, বিশ্বাস এবং উপলব্ধির অসাধারণ উন্মোচন এর পাতাগুলিতে। পুত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাঁকে ঈশ্বরোপলব্ধির দ্বারে উপনীত করেছে। বারবার অসুস্থতা, পরলোকচিন্তা, শরীর খারাপ হওয়া এবং পুত্রের জন্য আকুলতা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে—'এই ঋষিপ্রতিম মানুষটি কি শুনতে পেয়েছিলেন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি ?']